সারতত্ত্ব চিন্তামণি

সারতত্ত্ব চিন্তামণি।

সর্ব্ব শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং শ্রেষ্ঠযোগী ও প্রত্যক্ষ
সাধনসিদ্ধ সাধকবর্গের অভি-
প্রেত ও যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

স্বীয় মনোগত ভাব তরঙ্গোর্থে

ব্রহ্মপদাবলি।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

২১ নম্বর, বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১২৭৯ সাল

বিজ্ঞাপন।

এই বিশ্ব পরাৎপর বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরীর আনন্দ ক্ষেত্র তাহাতেই উভয়ের আনন্দ ভোগের কারণ বহুতর ভোগের বস্তু ও জীব সমুহ সৃজন করিয়া তন্মধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চৈতন্য বিশিষ্ট করিয়া বিদ্যালয়ের ন্যায় শ্রেণী বদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহারা স্বয়ং গুরুরূপে বিখ্যাত হইয়া ঐ সকলের অধ্যয়ন হেতু বেদ বিধি তন্ত্র যন্ত্র মন্ত্র যোগ শাস্ত্রাদি জ্ঞান উপলব্ধের কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অজ্ঞান দুরাত্মা পশুরস্বরূপ কতকগুলি পাষণ্ড আহার নিদ্রা মৈথুন ও ভয় এই চতুস্পদাভিষিক্ত হইয়া বিষয় মদে উন্মত্ততায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বীয় স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রকাশের জন্য তদ্বৈপরিত্যে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সকলকে এক ভাবাপন্ন করণার্থ কমল দল স্বরূপ উক্ত ধর্ম্ম শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক অশাস্ত্রঅযুক্তি অধর্ম্ম অনাচার অব্যবস্থাদি যথা রোগীর ঔষধি কণ্টিস্কারি স্থলে চর্ম্ম পাদুকা, ও গোক্ষুরী স্থলে গো হিংসা পূর্ব্বক গোস্পদ ছেদন করিয়া আনয়ন এবং ভোজনের কালে সৈন্ধব শব্দে ঘোটক ইত্যাদি তদ্রূপ শব্দের মর্ম্মের বিপরীত অর্থ দর্শহিয়া সারতত্ত্ব চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েন না, এবং অপরকেও আনুসঙ্গিক করণার্থ প্রবৃত্ত হইতে দেন না সহজেই জগদীশ্বর জগদীশ্বরীর কোপে পতিত হয়েন তাহাতে বিজ্ঞ বিশিষ্ট শিষ্ঠ শান্ত দান্ত বহু গুণ,

বাগ্দেবীর রূপ-বর্ণন।

রাগিণী বাহার—তাল ঠেকা।

শ্বেত সরোজ সমাজে বিরাজে কে গো নবীনা।
গুঞ্জে পুঞ্জে অলিরাজ করাম্বুজে বাজে বীণা॥

কোটি শরদের শশী, নিন্দিয়ে শ্বেতা রূপসী
শ্বেতবাসা সুষোড়শী, কুচকলসকঠিনা॥ ১॥

ত্রিভঙ্গ ভাবভঙ্গিনী, সঙ্গীতরাগরঙ্গিণী,
সসজ্জিত সুসঙ্গিনী, নৃত্যগীতেতে প্রবীণা॥ ২॥

আরক্তিচরণোপরে, রত্নন্পুর গুঞ্জরে,
লুকায় শশী নখরে, কি বা উরু কটি ক্ষীণা॥ ৩॥

কুন্দেন্দু তুষার হার, গলে শোভে বরদার,
অসার দেখি সংসার, শ্যামাচরণ ও বিনা॥ ৪॥

সারতত্ত্ব চিন্তামণি।

গ্রন্থারম্ভ।

মনের বৃত্তি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

কি বা মনের বৃত্তি নহে নিবৃত্তি।
দিবা নিশি চিন্ত কেবল অশেষ কীর্ত্তি ॥

স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবনে, সে গতিই লজ্জে পবনে,
সংসার অসার বনে, সদা বিষয় প্রবৃত্তি ॥ ১ ॥

অগম্য করে গমন, অরম্য করে রমণ,
কিছুতে নহে দমন, ভ্রমণ সে নিত্যি নিত্যি ॥ ২ ॥

স্বষ্টিকর্ত্তাপেক্ষা স্বষ্টি, ঈশ্বরের অতীত দৃষ্টি,
নাহি মানে গুরু ইষ্টি, অদ্ভুত কর্ম্মে আবৃত্তি ॥ ৩ ॥

শ্যামাচরণের চিত্ত, ভ্রম রে নানান তীর্থ,
দেখ রে পরম কীর্ত্তি, কি চিত্র বিচিত্র চিত্রি ॥ ৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমানঠেকা ।

একি মনে কতই জল্পনা ।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত ভাবনা অল্পনা ॥

কিছুতে নহ সুস্থির, ভাবিয়ে কি হল স্থির,
যা ভাব সেই অস্থির, স্বপ্নবৎ সব কল্পনা ॥ ১ ॥

বেড়াও সৌরভ গৌরবে, ভাব ঐ রব কৈ রবে,
গ্রাসিবে কাল ভৈরবে, রবে না জল আল্পনা ॥ ২ ॥

এ সব মনের ধর্ম্ম, অশেষ মায়িক কর্ম্ম,
যাওয়া-আসা এই মর্ম্ম, বিধাতার বিড়ম্বনা ॥ ৩ ॥

শ্যামাচরণ অন্তর্ধ্যানে, দেখ সদ্গুরু সন্ধানে,
নিত্যানন্দ সেই জ্ঞানে, যাহে আপত্তি ভঞ্জনা ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়াঠেকা ।

একি বিষয় আশয়, খর্ব্ব না বাসয়,
গর্ব্ব মনে অতিশয় ।

নাহি বিষয়েরি লেশ, সংসারেরি ভারি ক্লেশ,
ভ্রমিছ দেশ বিদেশ, না শুনি তত্ত্ব আদেশ ।
কি বা হল সুখ শেষ, উদরজ্বালা অশেষ,
শেষ প্রাণ অবশেষ, বিশেষ কাল আশয় ॥ ১ ॥

হতে শ্রেষ্ঠ মান্যমান, বাঞ্ছা ধনাদি সম্মান,
অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ, অশ্ব গজাদি বিমান ।
ফলে প্রাপ্ত অপমান, নানা যন্ত্রণা প্রমাণ,
তবু মনে অভিমান, কণ্টকবনে আশ্রয় ॥ ২ ॥

অবিদ্যারে বিদ্যা জানি, বিষয় জ্ঞানে বল জ্ঞানী,
অহং কর্ত্তা অভিমানি, সদা কুমার্গ সন্ধানি ।
পরছিদ্র পর হানি, সে চিন্তায় অস্থির প্রাণি,
কু আলাপ কটু বাণী, সদা ভাষ দুরাশয় ॥ ৩ ॥

প্রাপ্ত হলে কিছু ধন, মত্ততায় মাতঙ্গ মন,
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন, করিতে চাহ শাসন ।
মুদিয়া দেখ নয়ন, নিদ্রাবস্থার স্বপন,
এখন শ্যামাচরণ, ভাব হতে কালে জয় ॥ ৪ ॥

রাগিণী লুম ঝিঁঝুটী—তাল আড়াঠেকা

আগে মন কর বশ।
বৃথা পণ্ডশ্রম কি বা চিন্ত কীর্ত্তি যশ॥

দেহ পঞ্চভূতময়, তাহে স্থিতি রিপু ছয়,
সবে কর পরাজয়, আরো ইন্দ্রিয়াদি দশ॥ ১

অনিত্য দেখ সংসার, সকলি মায়াপশার,
নির্লেপ হলে সুসার, নতুবা সব বিরস॥ ২॥

প্রফুল্ল হলে হৃদয়, হবে তত্ত্বজ্ঞানোদয়,
পরমাত্মা তায় সদয়, এই সাধন সরস॥ ৩॥

অন্তরেতে কর দৃষ্টি, নাশিতে অদ্ভুত সৃষ্টি,
প্রাপ্ত হবে সুধাবৃষ্টি, শ্যামাচরণে সে রস॥ ৪॥

মনের প্রতি উপদেশ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেমটা।

কি কর্ম্মেতে আছ, মন কেন হে অনবকাশ।
কি নিকাশ করিতেছ নিকট তব নিকাশ॥

আয় ব্যয় দেখিয়ে, স্থিতের কর নির্য্যাস।
অস্থিত পঞ্চক ভেবে, সংপ্রতি হতেছে ত্রাস॥ ১॥

গৃহমধ্যে চোর আছে, একাদশ প্রিয় দাস।
ষড় ঋপু যোগে তোমার, হরিল সব প্রত্যাশ॥ ২॥

জমিদারি জারি ভারি, না হল তায় চাষ বাস।
হাজা সুখার মহলেতে, লভ্যের নাহিক আশ॥ ৩॥

পঞ্চ জনায় ঐক্য হয়ে, করিতেছে সর্ব্বনাশ।
আয় শূন্য ব্যয় ভারি, স্থিতিতে দেখি নৈরাশ॥ ৪॥

ঋণ করে ঋণ দিয়ে, ব্যাজ কস মাস মাস।
শ্যামাচরণের ঋণ, পরিশোধে প্রাণনাশ॥ ৫॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল মধ্যমানঠেকা ।

মন একি রে তোমার স্ববিকার ।
সোহং সে সিন্ধু তৎ বিন্দু অহং অজনে কূপাকার ॥

অবিদ্যাখননে গর্ত্ত, জীবন তাহে উদ্বর্ত্ত,
মোহগর্ত্তে ভ্রান্তি তত্ত্ব, একি কীর্ত্তি চমৎকার ॥ ১ ॥

জীব তায় ভেক স্বরূপ, তম জ্ঞানী অহং ভূপা,
লম্ফ ঝম্প লঙ্ঘিতে কূপ, অশক্ত শেষ সবাকার ॥ ২ ॥

এ মৃত্তিকা দেখ ভ্রম, প্রলয়েতে অনুক্রম,
না রবে কোন আশ্রম, সর্ব হবে নিরাকার ॥ ৩ ॥

শ্যামাচরণের ভরসা, উপস্থিত ঋতু বরষা,
একূসা হবে সরসা, ভাসিবে সত্য স্বাকার ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

আশা তরু রোপণ করি ঘেরিয়ে রেখেছ তায়
চিন্তা বারি সেচিতেছ প্রবলেরি বাসনায় ॥

ক্রমে সে দেখি প্রবল, পরিপূর্ণ ফুল ফল,
ভুঞ্জিতে তাহে গরল, জ্বলিতেছ সে জ্বালায় ॥ ১

তাহে দেখি বীজ নানা, উৎপত্তি বহু বাসনা,
উপস্থিত হলো ঘোষণা, শমন শমন দায় ॥ ২ ॥

প্রলাপ রজনী দিবা, বদ্ধ কবে হবে গ্রীবা,
অন্ত দন্ত হীন কিবা, পক্ক কেশ শেষ দশায় ॥ ৩ ॥

মৃত্যুঞ্জয় বিষ পানে, যে মাত্র বাঁচিল প্রাণে,
শ্যামাচরণ স্মর জ্ঞানে, বিষক্ষয় হবে যায় ॥ ৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

ভ্রম সদা সতেরি সঙ্গে।
দিবা নিশি মত্ত হও সার তত্ত্ব প্রসঙ্গে।

বিষময় এ বিষয়, বৃথা চিন্ত দুরাশয়,
যন্ত্রণা তায় অতিশয়, সংসারতরঙ্গে ॥ ১ ॥

সংসারে যে সুখ দুঃখ, তাহাতে হও বিমুখ,
সেই মায়ারি কৌতুক, ডুবায় ভ্রূভঙ্গে ॥ ২ ॥

দেখে নানা মিষ্ট রস, যাদুতে হয়েছে বশ,
সরস হবে নীরস, শেষ অবশ অঙ্গে ॥ ৩ ॥

শ্যামারচণ তত্ত্বসার, বিন্ত মন অনিবার,
আর কিছু নহে সুসার, অসার কুরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

বৃথা আশায় এ দুর্দ্দশা শুন মনভৃঙ্গ।
বিসয়-কেতকী-নিবাসে ভঙ্গ হল অঙ্গ॥

দেখ চারি ছয় দশে, আরো দ্বাদশ ষোড়শে,
দ্বয়-সহস্র দল রসে, ত্যজিয়ে নিত্য সুরঙ্গ॥ ১॥

পাইয়া বিষয়গন্ধ, মধুলোভে হলে বন্ধ,
কণ্টকাঘাতেতে অন্ধ, ছিন্ন পাখা হে পতঙ্গ॥ ২।

আগে না শুনিয়ে মানা, প্রাপ্ত তাহে জ্বালা নানা,
যত সুখ হল জানা, কর উপায় প্রসঙ্গ॥ ৩॥

গুহ্যে যে সুষম্নাদ্বার, তদূর্দ্ধে পদ্ম আধার,
শ্যামাচরণ সুধার ধার, পাবে কুণ্ডলিনীর সঙ্গ॥ ৪

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়াঠেকা।

মনভৃঙ্গ সঙ্গদোষে অঙ্গটা ঘুচালে।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞার কালে॥

পরম পদ্ম ত্যজিয়ে, বিষয়কেতকী লইয়ে,
সে রঙ্গে মত্ত হইয়ে, পক্ষভঙ্গ এত কালে॥ ১॥

ভগ্ন হয়েছে দ্বিপক্ষ, বিবেকবায়ু উপলক্ষ,
কুণ্ডলীই সূত্র স্বাপক্ষ, লক্ষ্য গতি স্বকপালে ॥ ২ ॥

গমনেতে পদ্ম ছয়, প্রাপ্ত হবে সুধাময়,
ভুঞ্জিলে দেহ অক্ষয়, সূক্ষ্ম সূত্র সে মৃণালে ॥ ৩ ॥

দ্বিদলেতে হলে গতি, স্থির হবে মূঢ়মতি,
ঊর্দ্ধে জ্যোতি মধ্যে রতি, শ্যামাচরণ মহাকালে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াদি দমন বিষয়ক।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিবেক বৈরাগ্য কর রাগেরে করিতে জয়।
নিষ্কাম উপসনা স্থির কামনার হতে ক্ষয়॥

বাসনা সেই ভাল বাস, কাম্য বাসনা সব নাশ,
কর তত্ত্ব সুধা আশা, দুরাশা যায় নাহি রয়।
লোভ কর নিত্য ধন, সামান্য লোভ শাসন,
মোহ সেই সর্ব্ব মোহন, চিন্তাতে মোহেরি লয়॥ ১॥

সে প্রেমমদে আমোদ, হলে নাহি রবে মদ,
মাৎসর্য্যের কর বধ, সে মাৎসর্য্য অতিশয়।
জ্ঞানদৃষ্টির প্রভাবে, কুদৃষ্টি সব দূরে যাবে,
স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবে, ঘ্রাণ দোষেরে দময়॥ ২॥

তাঁতে স্থির হলে বুদ্ধি, কুবুদ্ধির হবে শুদ্ধি,
নবদ্বার হলে রুদ্ধি, সুমন সুস্থির হয়।
ওঁকারেতে সোহঙ্কার, নাশে তাহে অহঙ্কার,
মল মূত্রাদি বিকার, ত্বক্ যন্ত্রণায় নির্ভয়॥ ৩॥

পাদব্রজে যাও তীর্থ, ঘুচিবে পদ কুবৃত্ত,
হস্তে সে পূজাদি কৃত্য, জপে কর শুদ্ধি কয়।
মন্ত্রণামে রাখ বাক্, সহজে হবে অবাক্,
শ্যামাচরণের ডাক, সুধাতত্ত্ব সুনিশ্চয় ॥ ৪ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

এই দেহ কোথায় কি হইবে।
যার প্রতি কর স্নেহ সেই জ্বালাইবে ॥

প্রত্যক্ষ দেখিয়া সব, শ্মশান বৈরাগ্যোদ্ভব,
ক্ষণমাত্র কলরব, পরে নিবৃত্তি পাইবে।
মায়ামোহেতে আচ্ছন্ন, তাহে জ্ঞানবৈলক্ষণ্য,
আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য, কেবা নিত্য বুঝাইবে ॥ ১

কোথা রবে ধন জন, বন্ধুগণ পরিজন,
নিদ্রাবস্থার স্বপন, সে প্রত্যক্ষ না রহিবে।
আয়ু হয়ে এল শেষ, বৃদ্ধ বেশ পক্ক কেশ,
রোগ শোক দোষ অশেষ, কত যন্ত্রণা সহিবে ॥ ২ ॥

বয়সে দেখি প্রবীণ, বালক সম বুদ্ধিহীন,
অতঃপর তনু ক্ষীণ, পরাধীনে কি হইবে।
দুর্ব্বলেতে একি বল, আশা বায়ুরি প্রবল,
চক্ষু মুদিলে কেবল, নিজ সঙ্গেতে যাইবে ॥ ৩ ॥

স্বয়ং নহ রে সতর্ক, মনেতে তর্ক বিতর্ক,
সন্ধ্যাতে নিশ্চয় অর্ক, যথা সে অস্ত পাইবে।
নিকটে দেখ শমন, ত্যজ ত্যজ অন্য মন,
এখনও সে হয় দমন, চিন্ত্য শ্যামাচরণ শিবে ॥ ৪

রাগিণী বাহার—তাল তেওট।

সাধ সমাধি সুযোগ সাধন মন।
স্বসাধ্যে সুসিদ্ধ সেই অসাধ্য সাধন ধন ॥

বল বীর্য্যতম জ্ঞান, অভিমান অনুক্ষণ,
কাহার উপরি মন, কোন প্রয়োজন।
সুখ দুঃখ সর্ব্বক্ষণ, শুভাশুভ সংঘটন,
গতাগত বর্ত্তমান, অনিত্য কারণ ॥ ১ ॥

বিষম বিষয় ধন, সদা কর আকিঞ্চন,
দারা পুত্র বন্ধুগণ, করিতে পালন।
মুদিয়া দেখ নয়ন, কোথা ধন কেবা জন,
কে করে কার পালন, কে হয় আপন ॥ ২ ॥

অগ্রাহ্য তত্ত্বে বারণ, মদে মত্ত উচাটন,
সংসার আসার বন, অনর্থ ভ্রমণ।
একাদশ ইন্দ্রিয় জন, ষড় রিপু রিপুগণ,
পঞ্চ ভূতাদি দমন, তত্ত্ব আয়োজন ॥ ৩ ॥

যুদি অজ্ঞান নয়ন, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ত্যজি মন,
স্থির তরে কর ধ্যান, সুস্থির কারণ।
হৃদি কমল কানন, সদা কর অন্বেষণ,
পাইবে অমূল্য ধন, শ্রীশ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার তাল—তেওট।

পুনঃ পুনঃ শুন শুন ওরে হীনজ্ঞান মন।
ছার ধন জন জন্য মায়াকূপে কি কারণ ॥

কূপের ভেক সমান, লম্ফ ঝম্প অনুক্ষণ,
পুনঃ তাহাতে পতন, হয়ে প্রাণে জ্বালাতন।
ভাবনা কি ক্ষুদ্র প্রাণ, কবে হবে নিঃসরণ,
কালাকাল বিশেষণ, কিছু নাহি নিদর্শন ॥ ১ ॥

হইয়ে হীনলোচন, তমোজ্ঞান ত্রিভুবন,
তুল্য নিদ্রা জাগরণ, রাত্র দিন হয় দর্শন।
প্রবিলাপ্য প্রতারণ, রসলোভে বিষ পান,
কুঘ্রাণ কু আস্বাদন, কেন পাপ প্রকরণ ॥ ২ ॥

গৃহ অরণ্যে সমান, অহিংসা সুধর্ম্ম জান,
সর্ব্ব ভূতে সম জ্ঞান, কর সত্য আলাপন।

অচৈতন্য কি কারণ, সচৈতন্য হও মন,
চৈতন্যে চৈতন্য ভিন্ন, শূন্য অন্য অন্বেষণ ॥ ৩ ॥

শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়ন, সদা সাধু সঙ্গমন,
কর সেই সুসন্ধান, যাহে জ্ঞান উপার্জ্জন।
যদি সে দেখ কঠিন, সুস্থির শ্যামাচরণ,
সত্য গুরুদত্ত ধন, যাহে মন দমন ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ঠেকা।

আশার দাস হয়ে বৃথা ভাবিছ অসার রে।
অসার বিষয় বাসনাতে হবে আপনি অসার রে ॥

সুখ সম্ভ্রম অভ্রম, ভ্রম চিন্তা মন ভ্রম,
রজ্জুতে সর্পেরি ভ্রম, অঘোর নিশার রে ॥ ১ ॥

কেন বসন ভূষণ, কার পোষণ তোষণ,
কি অন্বেষণ ঘোষণ, কি তব সুসার রে ॥ ২ ॥

কেবা পুত্র পরিবার, যত্ন স্নেহ অনিবার,
ভারগ্রস্ত বারম্বার, সে জ্ঞান হিংসার রে ॥ ৩ ॥

পণ্ডশ্রম ধন সাধনে, ভণ্ড খণ্ড আরাধনে,
ভাব প্রচণ্ড নিধনে, শ্যামাচরণ সার রে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ঠেকা।

কত আর বার বার ভ্রমিবে ভ্রমে।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর অশ্সার সংসার আশ্রমে॥

নাহি দূর হয় শ্রান্তি, না হয় আপদশান্তি,
না যায় মনের ভ্রান্তি, প্রবল মায়া বিক্রমে॥ ১॥

হারাইয়ে নিজ পথ, কুপথে সতত রত,
কাল গত কালাগত, জ্ঞান হত ক্রমে ক্রমে॥ ২॥

কি পিপাসা এ প্রত্যাশা, নাহি পূরে মন আশা,
সারমাত্র যাওয়া আসা, প্রবল দুর্দ্দশাশ্রমে॥ ৩॥

লোভ সে পাপকারণ, নাহি হয় নিবারণ,
দেখ রে শ্যামাচরণ, হর হর পরিশ্রমে॥ ৪॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

জীবত্ব দেহেতে আত্মার ক্লেশ অশেষ।
সুখ দুঃখ অহং বুদ্ধি দেহতে বিশেষ॥

ন্যাস আদি ভূতশুদ্ধিই, নাশ দেহে আত্মবুদ্ধিই,
নবদ্বার আদি রুদ্ধিই, আবদ্ধ কর নিঃশেষ।
যখন নীরবে রবে, তখন কেহ নাহি রবে,
নির্ভয়ে সে মা ভৈরবে, মা ভৈরব রবে শেষ॥ ১॥

নানা আকার প্রকার, সকলি মায়া বিকার,
ধন জন কেবা কার, বৃথা দেখ রাজ্য দেশ ।
সুসম্মান অসম্মান, দেহাভিমান প্রমাণ,
নির্ম্মাণ সব দীপ্তিমান, বিছ্যমান দেশাদেশ ॥ ২ ॥
পূরক বায়ুতে নিশ্চয়, বহ্নিযোগে পাপ ক্ষয়,
কুন্তলি শক্তি আশ্রয়, কুম্ভকেতে শান্তি ক্লেশ ।
বেচকেতে রিপুজয়, পুনঃ গমনে সাশ্রয়,
দেহ হয় সুধাময়, আনন্দ পুরঃ প্রবেশ ॥ ৩ ॥
জ্যোতির্ম্মধ্যেতে গমন, কৃষ্ণচন্দ্রে স্থির মন,
তাহে সত্য নিত্য ধন, অচ্যুতানন্দ নির্দ্দেশ ।
ত্রিবেণী অতীত গ্রাম, শ্যামাচরণ নিত্যধাম,
তাহে পূর্ণ মনস্কাম, সত্য সে গুরু আদেশ ॥ ৪

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা ।

চিত্তশুদ্ধি না হইলে সকলি সে বৃথা জান ।
জপ তপ যোগ যাগ পূজা ধ্যান স্বপ্রমাণ ॥
নিষ্কামেতে কর কার্য্য, সকলি হইবে ধার্য্য,
কেবা কার কোথা রাজ্য, বৃথা মান অভিমান ।
প্রকাশিতে বল বীর্য্য, কাম্য বাসনা আশ্চর্য্য,
রিপুবশেতে অধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়াদি বলবান ॥ ১

অদ্ভুত মনের বৃত্তি, কদাচ নহে নিবৃত্তি,
সদা উদয় নানা কীর্ত্তি, পুনরাবৃত্তি সন্ধান।
এক ব্রহ্ম নানামূর্ত্তি, তাহাতে সব উৎপত্তি,
শক্তি তার প্রধান কর্ত্রী, মন কর তায় প্রদান ॥ ২ ॥

ভৌতিকাকার ব্রহ্ম নয় সেরূপ আশ্চর্য্যময়,
তাতেই নিরাকার কয়, বস্তুত নিত্য সাকার।
নহে সে তর্কের ধন, পৃথক্ সেই সাধন,
না করিলে আরাধন, কিসে হইবে সে জ্ঞান ॥ ৩ ॥

উন্মণিমন যোগবলে, স্থির সে মধ্যদ্বিদলে,
জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ হলে, জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তিমান।
তন্মধ্যে কারণরূপ, আশ্চর্য্য তাহে অনুপ,
চৈতন্য সেই স্বরূপ, শ্যামাচরণ বিদ্যমান ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম উপদেশ।

রাগিণী সোহিনী—তাল আড়াঠেকা।

কর স্বধর্ম্ম আশ্রয়।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম্মে ভয়॥

অধর্ম্মেতে হয় ক্ষয়, যথা ধর্ম্মস্তথা জয়,
এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়, অন্যথা সে নয়॥ ১॥

পূজা জপ তপ ধ্যান, সর্ব্ব জীবে সম জ্ঞান,
দয়া শ্রদ্ধাদি-সম্মান, দান সুনিশ্চয়॥ ২॥

কর পর উপকার, ত্যজ দেহাদি বিকার,
এক ব্রহ্ম পঞ্চাকার, দেখ বিশ্বময়॥ ৩॥

রাগ দ্বেষ হিংসা আদি, ত্যজ সব মহাব্যাধি,
শ্যামাচরণ উপাধি, যোগে মোক্ষ হয়॥ ৪॥

রাগিণী সোহিনী—তাল আড়াঠেকা।

মন দেখ ধর্ম্ম বড় ধন।
অধর্ম্মে রাবণ দুর্য্যোধনাদি নিধন॥

অধর্ম্মে হয় অধোগতি, স্বধর্ম্মে অতি উন্নতি,
ধর্ম্মে হলে রতি মতি, পায় সত্য নিত্য ধন॥ ১॥

স্বধর্ম্মে স্থির স্বভাব, সে প্রভাবে কি অভাব,
ব্রহ্মানন্দ করে লাভ, হয় অসাধ্য সাধন ॥ ২ ॥

ধর্ম্মযোগে করে ধ্যান, পায় সদ্গুরু সন্ধান,
ধর্ম্ম সে কর্ম্মে প্রধান, দেব দ্বিজ আরাধন ॥ ৩ ॥

অধর্ম্মে অর্থে অনর্থ, পাপ যোগে যায় ব্যর্থ,
ধর্ম্ম অর্থে পরমার্থ, লভ্য তায় শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল আড়াঠেকা।

মন মিছা কিবা কর ভাবনা।
সময় হইলে গত আরো তো পাব না ॥

প্রপঞ্চ জানিয়ে নিত্য, বঞ্চিতেছ নিত্য নিত্য,
ত্যজি আত্মতীর্থকৃত্য, তীর্থযাত্রা বিড়ম্বনা ॥ ১ ॥

অবিদ্যায় হয়ে উন্মত্ত, হারাইলে বিদ্যাতত্ত্ব,
চরম কাল প্রবর্ত্ত, কিছু বরে না রব না ॥ ২ ॥

বিপদাপদ পায় পায়, ভেবে চিন্তে অনুপায়,
যে কৃপায় মুক্তি পায়, তাঁয় ভুলেও ভাব না ॥ ৩ ॥

যদি পাবে পরিত্রাণ, শিবতত্ত্বে কর ধ্যান,
সেই নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান, শ্যামাচরণ ভাবনা ॥ ৪ ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

সংসার-অর্ণব-মাঝে মায়া-তরঙ্গ প্রবল।
মোহ-জলে বিস্তার সে ভেদিয়াছে রসাতল ॥

ইন্দ্রিয়-মীন অস্থির, রিপু ছয় সে কুম্ভীর,
পরিবারাদি হাঙ্গর, প্রপঞ্চ পঙ্কে প্রচল ॥ ১ ॥

জ্ঞান বিদ্যা নানা রত্নে, স্থির আছে অতি যত্নে,
পাপ-মল-পর্ব্বতাকীর্ণে, নাহি হয় চলাচল ॥ ২ ॥

কাল প্রবল সে সর্পে, গর্জ্জিছে গরল দর্পে,
বহিছে বায়ু কন্দর্পে, চিন্তা সে বাড়বানল ॥ ৩ ॥

শ্যামাচরণ-মন-মীন, বৃথা ভ্রম রাত্রিদিন,
সাবধান বুদ্ধিহীন, অগমে চল চঞ্চল ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কি কুরঙ্গ হে কুরঙ্গ দেহ-অরণ্য-ভিতর।
অবিদ্যা তায় কুরঙ্গিণী পাইয়াছ মনোহর ॥

রিপু ভল্লুক শার্দ্দল, ইন্দ্রিয় করী অতুল,
সে সঙ্গে নাহি প্রতুল, কুমতি সেই শূকর ॥ ১ ॥

শোভিত তায় পঞ্চভূত, কন্দর্প আদি মরুত,
ইড়া পিঙ্গলা সংযুত, সুষম্না নদী প্রখর।

কুণ্ডলিনী তায় সর্পিণী, সর্ব্বত্র তিনি ব্যাপিনী,
সহস্র-দল-বাসিনী, স্বয়ম্ভু শিব উপর ॥ ২ ॥

সপ্ত-চক্র-পরিমাণ, আছে তাহে পদ্মস্থান,
জ্ঞান-অলি বিরাজমান, অতিশয় প্রিয়কর।
আশ্চর্য্য নাদ্ কলাবিন্দু, সহস্রারে সুধাসিন্ধু,
কল্পবৃক্ষ শূন্যে ইন্দু, সুধা যাহে নিরন্তর ॥ ৩ ॥

মায়া ছায়া জ্যোতি বৃক্ষ, প্রাণ অপান আদি পক্ষ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, অধর্ম্মাদি ফল কর।
পক্ষ পরমাত্মা রাম, বিখ্যাত যাহার নাম,
মহাশূন্যে সে বিরাম, শ্যামাচরণ তৎপর ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা

ত্রিবেণী তীর্থের গতি অতিশয় মনোহর।
ইড়া পিঙ্গলা বেগবতী সুসম্না সে স্থিরতর ॥

যোগেতে সে হয় যুক্ত, অতীত হইলেই মুক্ত,
তিন অংশে হয় বিভুক্ত, ভাসে দীপ্ত কলেবর ॥ ১ ॥

ইড়া গঙ্গা সিদ্ধ কাম, পিঙ্গলা যমুনা নাম,
সরস্বতী সুষম্না [illegible], নিষ্কাম তায় সুর নর ॥ ২ ॥

চিত্রাণী তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহে ব্রহ্ম নাড়ী তন্বী,
ষট্ পদ্ম যাহে উৎপত্তি, ব্রহ্ম দ্বারে সূত্রধর ॥ ৩ ॥

মূলাধারে কুণ্ডলিনী, সর্পিণী বিশ্বব্যাপিনী,
বিষ-তন্তু-স্বরূপিণী, শ্যামাচরণ মধুকর ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

যোগে যাগে যোগে যাগে থাক চিদানন্দে।
পাবে প্রকৃতি সংযোগে সচ্চিদানন্দে ॥

দেখ রোগীর হলে রোগ, প্রথমেতে মুষ্টিযোগ,
কুপথ্যে বিপত্তি ভোগ, ভোগয়ে কুভোগাভোগ।
বিকারে বিষ প্রয়োগ, এই নিদান প্রয়োগ,
আরোগ্য কিম্বা বিয়োগ, কালাকালা দ্বিধা সন্ধে ॥ ১ ॥

না হলে গুহে বৈরাগ, বাহ্যে কি হয় বৈরাগ,
না যায় জ্ঞান বৈরাগ, যাহে হবে জয়ী রাগ।
যদি বল হে কৈ রাগ, তবে সে তত্ত্বে কৈ রাগ,
মিছা কাশী কি প্রয়াগ, ভ্রমিবে কুবিদা ধন্দে ॥ ২ ॥

কাটি মায়া কুণ্ডু যাগ, তৃণ রোগ বহ্নি বিরাগ,
কাষ্ঠেন্দ্রিয় রিপু রাগ, জ্বালি দেহ ভাগে ভাগ।

হবি সম্পত্তি বিভাগ, সুখাদি সম্ভোগ রাগ,
আহুতি দাও করি দাগ, তুমি শ্রুব সুবিধানন্দে ॥ ৩ ॥

স্থিরাসনে বৈস যোগে, নাসাগ্র দৃষ্টি সংযোগে,
জপ মন্ত্র কর যোগে, পরে অন্ত যোগোচ্ছোগ।
পুরকে উঠ সুযোগে, কুম্ভকে সুধা সম্ভোগে,
পাবে সহস্র দল যোগে, শ্যামাচরণ সদানন্দে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মানব কিঙ্কর হয়ে অর্থ চিন্তায় উপাসনা।
অহর্নিশি ভ্রমিতেছ সেই কৃপার বাসনা ॥

মান্য হইতে সভার, লৌকিকে ব্রহ্ম বিচার,
অনন্ত শক্তি যাঁহার, সে রূপে বল কল্পনা ॥ ১ ॥
বিষয় কর্ম্মে যে প্রধান, বিদ্বান সে মান্যমান,
জপ তপ পূজা ধ্যান, নিত্য মেলেচ্ছ কামনা ॥ ২
বেদাদি শাস্ত্রে বিরত, প্রকাশ আধুনিক মত,
ধর্ম্মদ্রোহী হয়ে যত, অধর্ম্ম কর ঘোষণা ॥ ৩ ॥

যখন কালে গ্রাসিবে, রক্ষার্থ কেবা আসিবে,
ভাব শ্যামাচরণ শিবে, এড়াতে ভবযন্ত্রণা ॥ ৪ ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল জৎ।

তীর্থযাত্রা বৃথা পণ্ডশ্রম।
গৃহী বানপ্রস্থ যোগী আদি সর্ব্বাশ্রম॥

যোগ ভক্তি ভাব ত্রয়, সাধনে প্রত্যক্ষ হয়,
দেখ বিশ্ব ব্রহ্মময়, কল্পনা সকলি ভ্রম॥ ১॥

নাহি সে জ্ঞান বিবেক, মিছা ধর নানা ভেক,
তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেক, বৃথা অভিষেক ক্রম॥ ২॥

জপাদি পুরশ্চরণ, চিতাকি লতা সাধন,
তত্ত্বে সে চাহি উন্মন, ইন্দ্রিয়াদি তায় সংযম॥ ৩॥

গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস, কুম্ভকে বদ্ধ নিশ্বাস,
পশ্চাৎ চল ঊর্দ্ধশ্বাস, শ্যামাচরণ নিত্যাশ্রম॥ ৪॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

অবিদ্যাসমরে বিদ্যা হইয়াছেন অন্তর্ধ্যান।
জ্ঞানাদিত্য আচ্ছন্ন তায় মোহান্ধকার অজ্ঞান॥

বুদ্ধি তাহে নহে স্থির, প্রবল চিন্তা সমীর,
ধারা বহে অশ্রু নীর, কন্দর্প হানিছে বাণ॥ ১॥

কঠোর জঠরানল, বায়ুযোগে সে প্রবল,
নির্ম্মল অন্তরে মল, আহুতি করিছে দান॥ ২॥

কোথা গেল ভগ্ন আশা, গতিতে অতি দুর্দ্দশা,
প্রাণের নাহি প্রত্যাশা, নাহয় তত্ত্ব সন্ধান ॥ ৩ ॥
মন করে কুমন্ত্রণা, লয়ে রিপু ছয় জনা,
অসহ্যেন্দ্রিয়-যন্ত্রণা, শ্যামাচরণে নির্ব্বাণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

বেদ পুরাণ তন্ত্রবাদী ত্রয়ে কি কর বিবাদ।
অন্ধ হয়ে যোগমার্গে ঘটালে প্রমাদ ॥

সূর্য্যমধ্যে সোমস্থল, সোম মধ্যেতে অনল,
তেজোমধ্যে বায়ুবল, সত্য সে শূন্য মণ্ডল।
সত্যে অচ্যুত কেবল, আধারে শক্তি প্রবল,
ষড় যোগে ষড় দল, সাক্ষ্য কলা বিন্দু নাদ ॥ ১ ॥

ভূ-শব্দে আধার স্থান, ভুব সেই স্বাধিষ্ঠান,
স্ব-মুনিপুরে ধ্যান, মহ অনাহত জ্ঞান।
জন বিশুদ্ধাখ্য জান, তপ আজ্ঞাখ্য প্রমাণ,
সহস্রারে সুসন্ধান, সত্য নিত্য অবিবাদ ॥ ২ ॥

ষট্ পদ্মে ষট্পদ রূপে, মত্ত হয়ে সুধাকূপে,
দৃষ্ট কর অপরূপে, নিত্য স্বশক্তিস্বরূপে।
সিদ্ধ হও তপে জপে, আত্ম মন কায় শঁপে,
পরম ভাব স্বরূপে, পাওরে গুণানুবাদ ॥ ৩ ॥

গায়ত্রী আদি ত্রিশক্তি, যোগেতে প্রণব উক্তি,
কুণ্ডলি সে স্থির যুক্তি, পরমেশ্বর প্রশক্তি।
সে তত্ত্বেতে যোগভক্তি, হইলে নিশ্চয় মুক্তি,
শ্যামাচরণে সুযুক্তি, যাহে পাবে সুধাস্বাদ॥ ৪

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

চক্ষু মুদি অন্ধকারে বল ব্রহ্ম নিরাকার।
মলে পরিপূর্ণ দেহ কিসে দেখিবে সাকার॥

যদি স্থির হীনাকার, উপাসনা কর কার,
ত্যজ অজ্ঞান বিকার, মায়া অশেষপ্রকার।
অনন্ত শক্তি যাঁহার, জ্যোতির্ম্ময় সে আকার,
না হইলে নির্ব্বিকার, কে করে সেই স্বীকার॥ ১॥

মিছা কর ভেদাভেদ, ষট্ চক্র কর ভেদ,
নিবৃত্তি হইবে খেদ অবিচ্ছেদ নিত্যাধার।
ব্রহ্মাণ্ড যাহে উৎপত্তি, বেদ অণ্ড মধ্যবর্ত্তী,
অদৃশ্যে নানা আপত্তি, বেদ বেদান্ত বেত্তার॥ ২॥

বিষয় গর্ব্বে অভিমানী, মুখে বল ব্রহ্মজ্ঞানী,
সদা কুমার্গসন্ধানী, কুতর্কে নাহি নিস্তার।
অখাদ্য অপেয় পান, অগম্য গম্য সন্ধান,
তৎকালেতে ব্রহ্মজ্ঞান, বাহ্য জ্ঞানে কদাচার॥ ৩॥

রূপহীনে উপাসনা, গুণহীনে কি.ঘোষণা,
কার কাছে কি প্রার্থনা, কথায় ব্রহ্ম সবাকার।
দেখি দ্বিপদ পশুদলে, এর ব্রহ্ম আছে বলে,
অজ্ঞানী নাই তাহা হলে, শ্যামাচরণের বিচার ॥ ৪ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

সমাধি অবস্থা হলে না থাকে বাহ্য আচার।
পরমাত্মা যোগে তার সহজে লোপ বিচার ॥

যখন মায়াতীত হয়, ইন্দ্রিয়াদি করে জয়,
বাহ্য জ্ঞান নাহি রয়, অনাহারী নির্বিকার।
যোগে সে অবস্থা হলে, এ ঘটনা ঘটে ফলে,
তারে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে, শূন্য তায় দেহবিকার ॥ ১ ॥

যে আশ্চর্য্য দরশন, প্রকাশে কি প্রয়োজন,
যেমন অদ্ভুত স্বপন, গোপন থাকে বোবার।
কোনই ঘটনা ছলে, সে সমাধি ভঙ্গ হলে,
অদ্ভুত বর্ণন বলে, বর্ণিতে না পারে আর ॥ ২ ॥

সাধিলে শিব প্রত্যক্ষ, নিরস্ত হন বিপক্ষ,
সাকার স্বরূপে মোক্ষ, নাম ব্রহ্ম নিরাকার।
দৃষ্টহলে বহুরূপে, অস্থির সেই স্বরূপে,
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে, সে দেখ না চমৎকার ॥ ৩ ॥

দৃষ্টান্ত কি আছে অন্য, সে রূপ স্বরূপ গণ্য,
অকল্পিত সেই ধন্য, অল্পিত ভৌতিকাকার।
অসীম রূপ গুণচয়, কে করে তাঁহে নিশ্চয়,
নির্গুণ নিরাকার কয়, শ্যামাচরণ যোগসার ॥ ৪ ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

নিরাকার ব্রহ্ম বলি সাকার তত্ত্ব নাহি মান।
অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি তবে বৃথা চিন্তাধ্যান॥

যোগ শাস্ত্র বেদ তন্ত্রে, প্রত্যক্ষ সে যন্ত্রে মন্ত্রে,
পথ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রে, গমনেতে এক স্থান।
কি পাবে সূত্র বেদান্তে, ষড়দর্শী মলো ভ্রান্তে,
কুতর্ক গোল চক্রান্তে, না হবে সেই সন্ধান ॥ ১ ॥

মনেতে ধ্যান ধারণা, সাকার নহে কল্পনা,
সে নিত্যরূপ ভাবনা, তাহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান।
ভক্তি যোগে আবাহন, সেই প্রত্যক্ষ কারণ,
দর্শনান্তে অন্তর্ধ্যান, বিসর্জ্জন সপ্রমাণ, ॥ ২ ॥

দুগ্ধবতী গাভীই দৃষ্ট, স্বদুগ্ধে নহে বলিষ্ঠ,
দোহনেতে হয় ইষ্ট, যেই জন করে পান।
আচার্য্য করিয়ে ধার্য্য, সে দুগ্ধে করিলে কার্য্য,
ক্ষীরাদি নবনী আর্য্য, আশ্চর্য্য নানা ভিয়ান ॥ ৩ ।

তদ্রূপ পমমেশ্বর, ব্যক্ত তিনি চরাচর,
উপাসনা যদি কর, তবে পাবে জ্ঞান ত্রাণ।
অনিত্য অন্য বাসনা, সত্য সাকার উপাসনা,
সত্য জপাদি ঘোষণা, শ্যামাচরণ দীপ্তমান॥ ৪॥

রাগিণী বাহার বাগীশ্বরী—তাল আড়ারঠেকা।

বিপক্ষ না করে লক্ষ্য সে পক্ষে বলে নিরাকার।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড সৃষ্টি তবে কিপ্রকার॥

এ অণ্ডেতে মায়াকূপে, স্থিতি অজ্ঞান কীট্ রূপে,
দেখিবে তাঁরে কি রূপে, বলে কিম্ভূত কিমাকার।
অণ্ডেরে করিতে ভেদ, অসমর্থ স্বয়ং বেদ,
জ্ঞানযোগে করে ছেদ, দেখে যোগী চমৎকার॥ ১॥

রূপ তাঁহারি অনন্ত, সহজে না হয় অন্ত,
কেচিৎ দেখে ভাগ্যবন্ত, বর্ণেন মাত্র সাকার।
অসীম দেখিয়ে গুণ, বর্ণিত হন নির্গুণ,
বস্তুত সত্য স্বগুণ, গুণাতীত নির্ব্বিকার॥ ২॥

শুক্ল কৃষ্ণ দ্বিপক্ষ, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি সে অক্ষ,
চৈতন্যেতে করে লক্ষ্য, জ্ঞান বায়ুই গতি তাঁর।
পদ সম্পদ্ মুক্তিপদ, পর্শে হরে সর্ব্বাপদ,
হরিয়ে অনঙ্গ মদ, অঙ্গ সাকার আকার॥ ৩॥

নানা বর্ণ জ্যোতির্ম্ময়, বুদ্ধি জ্ঞানে স্থির নয়,
আত্মা রাম পক্ষ কয়, হরিষে হরে বিকার।
চনকবৎ ব্রহ্ম কয়, শিব শক্তি যুক্ত দ্বয়,
শ্যামাচরণ যোগাশ্রয়, সাধনা পঞ্চপ্রকার ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

একি ভ্রম ঘোরতর ত্যজ ত্যজ রে সত্বর।
যার বস্তু তারে দিয়ে পূজিতে হও কাতর ॥

আপত্য এই জগত, তাঁহার নির্ম্মিত যত,
এ ভাবে হও অসম্মত, অপ্রীত তাহে ঈশ্বর।
দেহ ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি জ্ঞান তাঁর সৃজন,
তবে মন তাঁয় অর্পণ, চিন্তা স্তুতি কেন কর ॥ ১ ॥

স্বল্পদানে এত মায়া, অর্পিতে চাও মনকায়া,
মোহমুকুরেতে ছায়া, দেখে যত্ন প্রিয়তর।
এসেছ সংসারারণ্যে, যাঁর উপাসনার জন্যে,
তাঁর ধন দিয়া অন্যে, মদে মত্ত পরস্পর ॥ ২ ॥

না মান ব্রহ্ম আদেশ, উপাসনায় কর দ্বেষ,
দেহ ব্রহ্ম উপদেশ, কি ব্রহ্মে করে নির্ভর।
স্বধর্ম্ম করিয়ে লোপ, মিথ্যা প্রলাপ আরোপ,
বাড়ালে ব্রহ্মের কোপ, এ কোপে হবে জর্জ্জর ॥ ৩

যদি চাও পরিত্রাণ, কর পূজা জপ ধ্যান,
গন্ধ পুষ্প ভোগ দান, সাকারেতে নিরন্তর।
দৃঢ় ভক্তি তাহে হবে, অভিমান নাহি রবে,
ভক্তি ভাব মহোৎসবে, শ্যামাচরণ তৎপর॥ ৪॥

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোথা এত জ্ঞান পেলে।
ব্রহ্মজ্ঞানী হতে চাহ তুমি রে অজ্ঞানী ছেলে॥

বেদাদি শাস্ত্র জলধি, যাহার নাহি অবধি,
তার তর্ক নিরবধি, না পড়ে পণ্ডিত হলে।
কি পড়িবে কি পড়াবে, আজ্ এসেছো কালি যাবে,
উন্মত্ত স্বীয় স্বভাবে, বেড়াতেছ ভুলে হেলে॥ ১॥

না সাধিলে ভক্তি যোগ, আসা যাওয়া কর্ম্ম ভোগ,
তাহাতে কুতর্ক রোগ, ব্রহ্ম নিরাকার বলে।
পূর্ব্বে মুনি ঋষিগণে, সিদ্ধ সাকার সাধনে,
জ্ঞানী শাস্ত্রাদি দর্শনে, মূর্খ তারা ব্যঙ্গ ছলে॥ ২॥

ভিক্ষুকে না দেবে ভিক্ষা, ক্রিয়াশূন্য এই শিক্ষা,
সদ্গুরুই না হল দীক্ষা, রত নিয়ত কুচেলে।
কলির হইয়ে দাস, মেলেচ্ছ আশ্রয়ে বাস,
শ্রীশ্যামাচরণ ভাষ, আপদ যাবে যমে নিলে॥ ৩॥

রাগিণী সোহিনী—তাল যৎ।

মানসে চিন্ত নিত্য ধন মন ঐ।
আজ্ঞা ক্ষেত্রে গতি হ'লে স্থির হবে মন॥

হৃদিপদ্ম-মধ্যবর্ত্তী, তৈলাগ্নি যোগেতে বর্ত্তি,
নির্ধূমঞ্চ যথা জ্যোতি, সেই আত্ম নিরূপণ॥ ১॥

তন্মধ্যে সূক্ষ্ম স্বরূপ, দেখ রে আশ্চর্য্য রূপ,
পরং ব্রহ্ম সুধা কূপ, সে তত্ত্ব নিত্য কারণ॥ ২॥

সেই বস্তু সহস্রারে, গুরু ইষ্ট পদ্মাধারে,
স্বয়ম্ভু সহ আধারে, কুণ্ডলি রূপে বর্ণন॥ ৩॥

তিন অংশে হয়ে বিভিন্ন, কার্য্য হয় ভিন্ন ভিন্ন,
যাহে ঐক্য সেই ধন্য, শ্যামাচরণ সুসাধন॥ ৪॥

রাগিণী লুম ঝিঁঝুটী—তাল জ্যোতি।

কর ব্রহ্ম নিরূপণ।
সে সন্ধানে মন কর দৃঢ়তর পণ॥

দেখ যে ভবেরি মেলা, সকলি সে ব্রহ্ম খেলা,
সার মর্ম্ম এই বেলা, যত্নে কররে গ্রহণ।
সে আনন্দ বিশ্বময়, তারে ব্রহ্মানন্দ কয়,
দোষাদোষ পরিচয়, কি বা আর প্রয়োজন॥ ১॥

ঐহিক সে স্বর্গ নর্ক, ত্যজরে তর্ক বিতর্ক,
মায়াতে হও সতর্ক, পাপ্‌বদ্ধ সে কারণ।
নির্ণীত যে পঞ্চ পথ, সর্ব্ব শাস্ত্রে সুসম্মত,
প্রত্যক্ষ যায় শত শত, গত কত মহাজন ॥ ২ ॥

দেখ আধেয় আধার, জ্যোতিঃ সূত্রে যে বিস্তার,
জীবে করিতে নিস্তার, গুরুরূপেরি কল্পন।
সে রূপ আশ্রয় করে, অনায়াসে যাও তরে,
যয়ী হও যম সমরে, যাহে জ্ঞান উদ্দীপন ॥ ৩ ॥

রোগ শোক যোগাযোগ, সমতুষ্টি ভোগাভোগ,
সুখ দুঃখাদি সংযোগ, নিদ্রাবস্থার স্বপন।
নির্ম্মল কর স্বভাব, সর্ব্ব জীবে সমভাব,
নিত্যানন্দ কর লাভ, যোগেতে শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝুটী—তাল কাওয়ালি।

জপ তপ যোগ যাগ ভক্তি তায় জ্ঞান প্রধান।
ভক্তিযোগ ঐক্য হলে মুক্তি তাহে দীপ্তমান ॥

ভক্তিযোগে ধ্যান ধরে, জ্ঞান প্রাপ্ত হয় করে,
ভক্তি ভাবে উচ্চৈঃস্বরে, ডাকিলে পায় পরিত্রাণ ॥ ১ ॥
ভক্তি সে সকলের মূল, কেন মন স্থূলে ভুল,
ভক্তিই ঐশ্বর্য্য অতুল, চতুর্ব্বর্গ করে দান ॥ ২ ॥

দৃঢ় ভক্তি যদি হয়, ইন্দ্রিয়াদি রিপুই জয়,
গুরু ইষ্ট সিদ্ধ দ্বয়, ভক্তি ভাবে কর গান ॥ ৩ ॥
ভক্তি সিদ্ধ সব ব্যক্তি, ভক্তিবাধ্য শিব শক্তি,
শ্যামাচরণ স্থির যুক্তি, পরম্ তত্ত্ব এ বিধান ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

অনন্ত অন্তরে চিন্ত কি চিন্তা অশান্ত মন।
একি রঙ্গ হে কুরঙ্গ কুরঙ্গে কেন ভ্রমণ ॥

কুরঙ্গিণী রঙ্গ রসে, শাবকাদি পরোদ্দেশে,
শস্যআশে দেশে দেশে, মায়াপাশ সে সন্ধান।
অন্তর ব্যাধ কৃতান্ত, ধনুর্দ্ধারী সে দুরন্ত,
করে অন্ত শরান্তরে, দহিবে তব জীবন ॥ ১ ॥

নিত্যাভাব সত্য তত্ত্ব, অনিত্য ভেবে অনর্থ,
কুতন্ত্রেতে সদা মত্ত, কর স্বতত্ত্ব সাধন।
যদি অসাধ্য সাধন, নিরাকার নিরঞ্জন,
সত্য কিন্তু নিত্য ধন, সাধনে সাকার জ্ঞান ॥ ২ ॥

সামান্য এ জন যুক্তি, ঘটহীনে কিবা শক্তি,
তবে সেই ব্রহ্ম শক্তি, কোন আধারে ধারণ।
যে রূপ পঞ্চ ভূতাত্ম, কভু পঞ্চেতে প্রবর্ত্ত,
সে রূপ পরম আত্ম, আত্মভূত পঞ্চ—জন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাত্ম পঞ্চেরি অন্ত, সিদ্ধান্ত তন্ত্র বেদান্ত,
তেজ রূপ দিবাকান্ত, অন্তর্রূপ নারায়ণ।
মরুতান্ত গণকান্ত, ব্যোম সে অন্ত শ্রীকান্ত,
পৃথ্বী শক্তি মুক্তি অন্ত, যুক্তি শ্রীশ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ত্যজ সন্দ মিছা ধন্দে ভ্রমনাকো আর।
ভাব একে পঞ্চ পঞ্চে একেরি আধার ॥

এ যে সংসারেরি মায়া, মিথ্যা মোহিত হইয়া,
দেখ নয়ন মুদিয়া, কেবা হবে কার।
অতএব বলি শুন, দৃঢ় কর ব্রহ্মজ্ঞান,
জলে স্থলে পূজাধ্যান, কর অনিবার ॥ ১ ॥

যদি নিরাকার ভাব, নিরূপে কি রূপে ভাব,
ঘটহীনে ভাবাভাব, অসীম অপার।
যদি বল পঞ্চ জন, কোন রূপ করি ধ্যান,
যে রূপে প্রবৃত্তি জ্ঞান, সেই সত্যাকার ॥ ২ ॥

দেখ গ্রন্থাদি বেদান্ত, যাহাতে ব্রহ্মের অন্ত,
দিবাকান্ত গণকান্ত, কালীকান্ত সার।
আর দুই তাহে যুক্ত, পর ব্রহ্ম লক্ষ্মীকান্ত,
তারা এই পঞ্চ মন্ত্র, জীবের নিস্তার ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র চন্দ্র, যম যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র,
ধ্যানে জ্ঞানে জ্ঞান ইন্দ্র, হত সবাকার।
শ্যামাচরণ প্রাপ্ত আসে, ভাবিতেছে বসে বসে,
ডঙ্কা মেরে যাবে শেষে, ভবসিন্ধু পার ॥ ৪ ॥

রাগিণী পরজ খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

একোহি ব্রহ্ম পঞ্চ আধারে,
সাধনা সিদ্ধ সোই সাকারে।
অভেদ জ্ঞানে সাধত গুণিগণ,
সাধনা বিবিধ প্রকারে।

জ্ঞানে গণেশ বিঘ্ন বিনাশক, প্রাণে দিনেশ রোগহিনাশক,
মনে রমেশ তন্মন দর্শক, ধ্যানে জ্ঞানেশ জ্ঞান প্রদর্শ কারে।
সাধনে শকতি লভে জীবমুকতি, ধর নর পঞ্চে অচলা ভকতি,
আগম নিগম এক শিব উক্তি, শ্যামাচরণ হরে মায়াযুকতি বিকারে ॥

রাগিণী বাহার বাগীশ্বরী তাল আড়াঠেকা।

প্রবঞ্চ ত্যজিয়ে পঞ্চে এক ব্রহ্ম স্থির কর।
সে পঞ্চে পঞ্চত্ব হলে প্রাপ্ত হবে পরাৎপর ॥

গণেশ সে ব্রহ্ম জ্ঞান, সূর্য্য চক্ষু দীপ্তমান,
ব্রহ্ম রূপ বিষ্ণু জান, পরমাত্মা স্মর হর।

পরং ব্রহ্ম শক্তি আদ্যা, মহাবিদ্যা তাহে বিদ্যা,
পঞ্চ শক্তি সে প্রসিদ্ধা, যাহে মুক্ত সুর নর ॥ ১ ॥
লহ নিত্য পঞ্চ নাম, পূজাদি কর নিষ্কাম,
প্রাপ্তি হবে মুক্তি ধাম, কামনায় সিদ্ধি তৎপর।
প্রপঞ্চে পাঞ্চেরি বাস, সে পঞ্চেতে অবিনাশ,
পুরাতে ভক্ত্যাভিলাষ, নির্গুণ স গুণাকর ॥ ২ ॥
গণেশে জ্ঞান সাধন, সূর্য্যে সিদ্ধ দরশন,
বিষ্ণুই ভক্তি পরায়ণ, চৈতন্য দাতা শঙ্কর।
সাধনে এ চারি জন, জ্ঞান ভক্তি তায় তম্মন,
পরে শক্তি আরাধন, হয়ে সদ্যুক্ত কিঙ্কর ॥ ৩ ॥
ভক্তে করিতে নিস্তার, হরিতে ধরার ভার,
নানা মূর্ত্তি অবতার, এক ব্রহ্ম বহুতর।
সে ইচ্ছায় যথা জগত, নানা রূপ সেই মত,
মহিমা অদ্ভুত যত, শ্যামাচরণ সে ঈশ্বর ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

লহ লহ পঞ্চ নাম অবিরাম পুরাতে মনস্কাম।
গণেশ দিনেশ বিষ্ণু শিব শক্তিই ক্তিধাম ॥

বেড়াও প্রপঞ্চ লয়ে, মদেতে উন্মত্ত হয়ে,
দিনতো গেলরে বয়ে, তথাপি প্রবল কাম ॥ ১ ॥

ভক্তেরে করিতে দয়া, এক ব্রহ্ম পঞ্চ কায়া,
ভক্তি ভাবে পদ ছায়া, দেন প্রভু আত্মারাম ॥ ২ ॥

অদ্ভুত মায়া তরঙ্গ, দেখিতেছ নানা রঙ্গ,
মিথ্যা প্রলাপ প্রসঙ্গ, কিছুতে নহ বিরাম ॥ ৩ ॥

কুসঙ্গেতে কুমন্ত্রণা, নিকট যম যন্ত্রণা,
শ্যামাচরণে সান্ত্বনা, মন কররে নিষ্কাম ॥ ৪ ।

রাগিণী বিভাষ—তাল ঠেকা।

মূলাধারে চতুর্দ্দলে ত্রিবলি বলয়াকারে।
কুণ্ডলাকৃতি সর্পিনী স্বয়ম্ভু হরে বিহারে ॥

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা পরমা, বিষতন্তু সমোপমা,
জ্যোতির্ম্ময়ী মনোরমা, কে গো মা ত্রিকোণাগারে ॥১॥

চতুর্দ্দল আশ্চর্য্য বর্ণ, রক্ত জ্যোতিতে আচ্ছন্ন,
বস এই চতুর্ব্বর্ণ, বিরাজিত পত্রাধারে ॥ ২ ॥

পদ্ম মধ্যে পৃথ্বী স্থিতি, চতুষ্কোণ পীতাকৃতি,
ত্রিকোণ তন্মধ্যবর্ত্তী, লং বীজ তায় সঞ্চারে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা সে দ্বারের দ্বারী, ডাকিনী শক্তি তাঁহারি,
শ্যামাচরণ বিচারি, দেখ না সুষম্না দ্বারে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ইমন কল্যান—তাল ঠেকা।

সহস্রারে শূন্যাগারে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ী।
মহাকাল পরে কাল হরে মহাকালী ওয়ী॥

আধার শুদ্ধি বপুরে,　　ক্রমে চল মণিপুরে,
পরে সে কৈবল্য পুরে,　　ত্রিপুরেতে মূর্ত্তি ত্রয়ী,॥ ১ ॥

আধার ক্ষেত্র ব্যাপিনী,　　কুন্তলাকৃতি সর্পিনী,
বিষতন্ত স্বরূপিনী,　　সেই স্বয়ম্ভু আশ্রয়ী॥ ২ ॥

স্বাধিষ্ঠানে বনমালী,　　মণিপুরে ভদ্রকালী,
অনাহতে সে করালী,　　ঈশ্বরী ঈশ্বরালয়ী॥ ৩ ॥

কণ্ঠে সদাশিব যোগে,　　হেরে হরে শোক রোগে,
আজ্ঞাতে জ্ঞান সম্ভোগে,　　শ্যামাচরণ কালে জয়ী॥ ৪ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শিরোপরে সহস্রাবে অখণ্ড মণ্ডলাকারে।
চিন্ত্য গুরু পরম তত্ত্ব নিত্য সে ত্রিকোণাগারে॥

জ্যোতির্ম্ময় দয়াময়,　　যাঁরে পরং ব্রহ্ম কয়,
নির্গুণ সগুণাশ্রয়,　　সশক্তি স্থিতি সাকারে॥ ১ ॥

মধ্যে দ্বাদশ দলাকৃতি,　　হলক্ষ মণ্ডলে স্থিতি,
তৎ পদেতে কর প্রীতি,　　পাবে সুধা হংসাধারে॥ ২ ॥

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, কোটী চন্দ্র শোভা পায়,
শক্তি বালার্কের প্রায়, রক্ত জ্যোতি তায় সঞ্চারে ॥৩॥

মৃগ অম্বর শোভয়, করযুগে বরাভয়,
অপরূপ ভাবোদয়, শ্যামাচরণ শিবাকারে ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

গুরু দত্ত মহামন্ত্র কর রে সাধন।
ধ্যানে জ্ঞানে পরম তত্ত্ব চিন্ত মনে অনুক্ষণ ॥

মন্ত্র দেব গুরু ঐক্য, অন্তরেতে কর লক্ষ্য,
সাধনে হবে প্রত্যক্ষ, এই সে মোক্ষ কারণ ॥ ১ ॥

যোগেতে কর উন্নতি, তবে তো হইবে গতি,
দেখ্ রে অদ্ভুত জ্যোতি, তদন্তরে নিত্য ধন ॥ ২ ॥

গুরু ইষ্ট দীপ্তমান, সহস্রারে সে সন্ধান,
মহাশূন্যে যাঁর স্থান, অত্যন্ত সেই গোপন ॥ ৩ ॥

সেই পন্থা মূলাধারে, চল মন ব্রহ্মদ্বারে,
কুণ্ডলিনী সহকারে, ঊর্দ্ধ সে শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

স্বয়ম্ভু শিব সহিতে কি নিদ্রা মা কুণ্ডলিনী।
ত্রিবলি বলয়াকারে বেষ্টিত হয়ে সর্পিনী॥

তুমি চৈতন্যের চৈতন্য, কেন হেন অচৈতন্য,
তোমা ভিন্ন কেবা অন্য, উদ্ধারে ব্রহ্ম রূপিনী॥ ১॥

তুমি গো মা গুরু ইষ্ট, উঠে কর কৃপা দৃষ্ট,
স্বস্থানে গতিই সন্তুষ্ট, কর সহস্রার বাসিনী॥ ২॥

সহেনা আর বিচ্ছেদ, ষট্ চক্রে করাও ভেদ,
সুধা দানে পূরাও খেদ, সুধা সিন্ধু স্বরূপিনী॥ ৩॥

বর্ণময়ী যোগ বলে, যার দেখে প্রতি দলে,
শ্যামাচরণ নিত্য স্থলে, দেখাবে বিশ্ব ব্যাপিনী॥ ৪॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

সেই নিত্য পরম তত্ত্ব যাহাতে জীব নির্ভয়।
জ্যোতির্ম্মধ্যে স্থির হলে ভব চিন্তা দূরে হয়॥

আত্ম তত্ত্বে যোগ যুক্তি, বিদ্যা তত্ত্বে ভোগ ভক্তি,
শিব তত্ত্বে জ্ঞান শক্তি, এই তো সাধন ত্রয়॥ ১॥

যোগেতে হয় ব্রহ্ম জ্ঞান, ভক্তিতে বিদ্যা সন্ধান,
জ্ঞানে সে চৈতন্য জ্ঞান, ত্রয় ঐক্যে ভাবোদয়॥ ২॥

ভাবোদয়েতে প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হইলেই মোক্ষ,
সদ্গুরু তাহে স্বাপক্ষ, সে গুরু সত্য আশ্রয় ॥ ৩ ॥

শ্যামাচরণ সুধীর, গুরু বাক্যে কর স্থির,
সমরে হও শূরবীর, কালে কর পরাজয় ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝুটী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা নয়নের নয়ন।
প্রাণের প্রাণ সেই মনের সে মন ॥

মানেতে সেই সম্মান, ধ্যানে দেখি সেই ধ্যান,
জ্ঞানেতে সেই সে জ্ঞান, সদা রমনে রমন ॥ ১ ॥

যুক্তিতে সে স্থির যুক্তি, উক্তিতে সে গুণ উক্তি,
মুক্তিতে সে মহামুক্তি, ভক্তিতে ভক্তির ধন ॥ ২ ॥

বুদ্ধিতে সে বিদ্যা বুদ্ধি, শুদ্ধিতে সেই সংশুদ্ধি,
নবদ্বার রুদ্ধিই রুদ্ধি, সিদ্ধিতে সিদ্ধি সাধন ॥ ৩ ॥

রোগেতে সে মহারোগ, ভোগেতে সুখ সম্ভোগ,
যোগেতে পরম যোগ, সংযোগে শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

গুরু পদে মতি যেন রয়, কালী পদে মতি যেন রয়।
কি করিবে কালে যার গুরু মৃত্যুঞ্জয় ॥

কোথা ব্রহ্ম কিবা জ্ঞান, না চাহি মুক্তি নির্ব্বাণ,
ভক্তিভাবে দীপ্তমান, নিত্য সুখোদয় ॥ ১ ॥

এ বিশ্ব আনন্দ স্থান, করে রস সন্ধান,
কুণ্ডলিনীই কর দান, হয়ে রসময় ॥ ২ ॥

গন্ধ পুষ্প তায় প্রদান, পরেতে লয়ে সুঘ্রাণ,
প্রফুল্ল হইবে প্রাণ, গাণে গুণোদয় ॥ ৩ ॥

দিয়ে তাঁয় বিবিধ ভোগ, এড়াইব কর্ম্ম ভোগ,
শ্যামাচরণ সম্ভোগ, প্রসাদে নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

গায়ত্রী।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কি হেরি দিবা যামিনী কি রূপ ঐ কামিনী।
আশ্চর্য্য অদ্ভুত জ্যোতি জিনি কোটি সৌদামিনী॥

প্রভাতে হয় কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী নারী,
সায়হ্নে প্রাচীনা তাঁরি, ত্রিরূপ অন্তর্যামিনী।
কুমারী সে রক্তাকৃতি, যুবতী শ্যামা প্রকৃতি,
শ্বেতা জ্যোতি বৃদ্ধাসতী, কমল দল দামিনী॥ ১ ॥

কুমারী হংস বাহনে, যুবতী গরুড়াসনে,
বৃদ্ধা বৃষভারোহনে, গতায়াত দিবা যামিনী।
কুমারীই সৃষ্টি আলয়, যুবতীই জগৎ পালয়,
বৃদ্ধার পলকে প্রলয়, যোগে ব্রহ্ম সুভামিনী॥ ২ ॥

রক্তা ব্রাহ্মী সে গায়ত্রী, কৃষ্ণা বৈষ্ণবী সাবিত্রী,
শুক্লা শিবে সরস্বতী, মাহেশ্বরী ত্রিনামিনী।
বেদ মাতা বেদে কয়; যাহে প্রণব উদয়,
এক শক্তি গুণ ত্রয়, নির্গুণা সে নিষ্কামিনী॥ ৩ ॥

ত্রিশক্তি ঐক্যতা হলে, ব্রহ্ম যোনি তাঁরে বলে,
দেখ আদিত্য মণ্ডলে, ত্রিলোকান্তর গামিনী।
জ্যোতি স্বত্রে যাঁর গতি, তাতে কর স্থির মতি,
শ্যামাচরণ সুরতি, সংঙ্গীতে সপ্তগ্রামিনী ॥ ৪ ॥

সূর্য্যোপাসনা।

রাগিণী মল্লার—তাল ঠেকা।

শুদ্ধান্তঃকরণে ভাব সহস্রাংশু দিবাকর।
ভাস্কর বিনা দুষ্কর এ ভব সংসারে পার ॥

ভূঃ ভুর্ব-স্বঃ মহজন, তপ সত্য দীপ্তিমান,
সর্ব্ব জীবে আচ্ছাদন, জ্যোতির্ম্ময় সারাৎসার ॥ ১ ॥
আর দেখ স্মৃতি শ্রুতি, ব্রহ্ম শক্তি যাহে স্থিতি,
তাহে দৃঢ় তরমতি, কর অতি দুরাচার ॥ ২ ॥
যপ যজ্ঞ হোমাহুতি, নিত্য কর স্তব স্তুতি,
পাইবে নিশ্চয় মুক্তি, অন্যথা নাহিক তার ॥ ৩ ॥
পবিত্র নির্ম্মল কায়, থাক সে উপাসনায়,
এড়াবে শমন দায়, শ্যামাচরণ সুসার ॥ ৪ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল ঠেকা ।

কুতর্কে নাশিতে অর্কে কর উপাসনা ।
প্রত্যক্ষ করিলে লক্ষ্য পূর্ণ হয় বাসনা ॥

তর্কে বিপরিত বুদ্ধি, অন্তর না হয় শুদ্ধি,
কেবল পাপের বৃদ্ধি, পরছিদ্রি অন্বেষণা ॥ ১ ॥
সার লয় যোগী মথিয়ে, তার্কীক্ মরে তক্র খেয়ে,
উত্তাপে না দেখে চেয়ে, কণ্ঠে কফের ঘোসনা ॥ ২ ॥
সর্ব্ব ব্যাধি তক্রে হরে, কিন্তু কফবদ্ধ করে,
কফ রোগে মানুষ মরে, সে রোগে কেন নাসনা। ৩ ॥
তক্র সম তর্ক জ্ঞান, রাগ দ্বেষ অভিমান,
সতর্ক তর্কে অজ্ঞান, শ্যামাচরণ ভাসনা ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

আদিত্য মণ্ডল মধ্যে দেখ নিত্য নারায়ণ ।
দিবাকর সেইরূপ ব্রহ্ম শক্তি পরায়ণ ॥

ক্ষিতি পদ্মাসন পরে, হিরন্ময় বপুধরে,
শঙ্খ চক্র যুগ্ম করে, যুগ্ম কমল নয়ন ॥ ১ ॥
কনক কুণ্ডল হার, কিরীট ভূষণ যাঁর,
এক চক্র চমৎকার, রথেতে করেন গমন ॥ ২ ॥

যাঁহার নিলে আশ্রয়, সর্ব্ব রোগে মুক্ত হয়,
যম যন্ত্রণা না রয়, গতি মুক্তি দাতা হন ॥ ৩ ।
সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী, জগৎ কর্ত্তা জগৎ স্বামী,
লোক চক্ষু ত্রিলোক গামী, জান রে শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

গণেশ বিষয়ক উপদেশ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কর আগে গণেশ সাধন ।
জ্ঞান দাতা হন তিনি সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাসন ॥

মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়, যম যন্ত্রণা না রয়,
বেদে ব্রহ্ম সে নিশ্চয়, যোগে নাহয় অন্যাসন ॥ ১ ॥
তাঁরে না পূজিয়ে যেবা, করে অন্য দেব সেবা,
রুষ্ট তাহে দেবী দেবা, করাণ অধঃপতন ॥ ২ ॥
পোজ্র হয়ে গাণপত্য, যাবে বিপত্য আপত্য,
প্রাপ্তি হবে পরম তত্ত্ব, সত্য সত্য এ বচন ॥ ৩ ॥
নিষ্কাম হলে উপাসনা, যায় বিষয় বাসনা,
সেই সে নিত্য ঘোষণা, পাইতে শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

গণপতি পদে নতি স্তুতি আর কর অর্চ্চনা।
তার প্রতি প্রীতি হলে দূর দুর্গতি ভাবনা॥

খর্ব্ব কায় স্থূল তনু, লম্বোদর বাহু আজানু,
রূপে জিনি প্রাতঃ ভানু, গুণে অগণ্য গণনা॥ ১॥

শ্বেত করীন্দ্র বদন, ভালে সিন্দুর শোভন,
এক দন্ত ত্রিলোচন, বালার্ক বর্ণ দেখনা॥ ২॥

সেই মূষিক বাহন, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন,
শিরে কিরীট ভূষণ, অগ্রে যাঁর আরাধনা॥ ৩।

শ্যামাচরণ সাধনে, অগ্রে ভাব ধ্যানে মনে,
যাঁর কৃপাবলোকনে, সিদ্ধ মানস কামনা॥ ৪॥

গোলক বেহারি বিষয়ক।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে কররে যতন।
যতন করিলে মেলে অমূল্য রতন॥

আয়ু স্থিরতর নয়, দিনে দিনে গত হয়,
জন্ম হইলে নিশ্চয়, সেতো আছয়ে পতন।

যোগীর যোগে নহে গম্য, পথ অতি মনরম্য,
ভক্তি ভাবের মধ্যে ব্রহ্ম, দেখ সে নহে নূতন॥ ১

কিবা যোগী কি বিরাগী, কিবা ভক্তি অনুরাগী,
কি সন্যাশী সর্ব্বত্যাগী, ভাবের পরিবর্ত্তন।
অনিত্য বাসনা ত্যজে, যেবা যে ভাবেতে ভজে,
নিত্য সুধা সুখে মজে, পায় মনের মতন ॥ ২ ॥
নিরাকারে চিন্তা কিবা, যথা অন্ধের রাত্র দিবা,
দেখ সেই নীল নিভা, প্রভু সত্য সনাতন।
চিন্তিলে হৃদয়াকাশ, উদয় হবে শ্রীনিবাশ,
গোলকে যাঁর সুপ্রকাশ, সেই নিত্য নিকেতন ॥ ৩ ॥
না দংশিবে কাল সর্প, না রবে কন্দর্প দর্প,
মন প্রাণ তাঁতে অর্প, হও মিছে জ্বালাতন।
তথা আদ্যাশক্তি রাধা, যুগল প্রেমেতে বাঁধা,
দেখিলে ঘুচিবে ধাঁধাঁ, সুধাময় শ্যামাচরণ ॥ ৪ ॥

বিষ্ণু বিষয়ক উপদেশ।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

কি হেরি নীল কমল শোভিত কমলাসনে।
রত্ন সিংহাসনো পরে বিরাজেন কমলাসনে ॥

কিরীট কুণ্ডল হার, কৌস্তুভ শোভন যার,
অঙ্গ শোভা চমৎকার, ভূষিত নানা ভূষণে ॥ ১ ॥

কিবা শোভা চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ,
কটি জিনি মৃগরাজ, আবৃত পীত বসনে॥ ২ ॥

জিনি আরক্ত কমল, অধঃ চরণ যুগল,
রত্ন নূপুর নির্ম্মল, ভৃঙ্গ সুরঙ্গে ঘোষণে॥ ৩ ॥

শ্যাম অঙ্গে সেই হেমাঙ্গিনী, যেন, মেঘে সৌদামিনী,
নানা লঙ্কার ধারিনী, সেবিত শ্যামাচরণে॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বিষয়ক উপদেশ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ঐ সই নবনীল জলধর কায় কি হেরি মরি হায়।
অধরে মুরলি ধরে মধুর স্বরে বাজায়, প্রাণ যায়, কব কায়॥

আমরা সব কুলনারী, এসে যমুনা কিনারি,
ফিরে ঘরে যেতে নারি, কুলশীলে কেবা চায়, ছাই তায়,
হতেছি বিদায় একি দায়॥ ১ ॥

শুন ওলো প্রাণধনী, মধুর মুরলি ধ্বনি,
শুনি তায় নূপুর ধ্বনি, বিকাইলাম রাঙ্গা পায়,
মন চায়, হায় হায়॥ ২ ॥

কি ছার মন রমণীর, মন হরে সে মণির,
গলে কি শোভা মণির,, বধে তায় অবলায়,
কে সাজায় শ্যামরায় ॥ ৩ ॥

দেখ তরুণ অরুণ, শ্যামচরণ কিরণ,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, শোভা পায় ঐ পায়,
অলিধায় গুণগায় ॥ ৪ ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

ত্রিভঙ্গ নটবর শ্যাম নিরূপ্যম।
শিরে শোভে মোহন চূড়া কটাক্ষেতে হরে কাম ॥

সুপক্ক বিম্ব অধরে, কিবা বংশী ধ্বনি ধরে,
কি রূপে রই ধৈর্য্য ধরে, হেরিয়ে ও রূপ ঠাম ॥ ১ ॥
আশ্চর্য্য নীল কমল, মুখ শশী সুনির্ম্মল,
অন্তর হল বিমল, ভেবে দেখি আত্মারাম ॥ ২ ॥
বামে শোভে শ্রীরাধিকা, তত্ত্ব রসের সাধিকা,
পরাৎপরা প্রেমাধিকা, গোলোকে সদা বিরামি ॥ ৩ ॥
শ্রীরাধা শ্যামচরণে, মুক্ত হয় জীব স্মরণে,
নূপুর ধ্বনি কিরণে, ব্যাপিয়াছে পুগ্রাম ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভুপালী—তাল মধ্যমানঠেকা।

অপরূপ রূপ একি নটবর নাগর।
নিন্দি নীল জলধর কেহে নীল কলেবর॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম, বংশীধারী নিরূপম,
কোটি শশীর বিরাম, মুখচন্দ্র মনোহর॥ ১॥

হেরিয়ে তোমার রঙ্গ, অবশ হইল অঙ্গ,
মধুলোভে ভৃঙ্গ রঙ্গ, চরণ কমলোপর॥ ২॥

কটি তটে পীতবাস, মুখে মৃদু মন্দ হাস,
কন্দর্পেরি দর্পনাশ, কটাক্ষে কাম জর্জ্জর॥ ৩।

কিবা তব লীলা খেলা, মোহন চূড়া বামে হেলা,
শ্যামাচরণ এই বেলা, হৃদে ধর হে সত্বর॥ ৪॥

রাগিণী বসন্ত—তাল মধ্যমান।

কে নব দূর্ব্বাদল শ্যাম।
বামে স্বর্ণলতা সতী অতি অনুপম॥

অনুজ চামর করে, কেহ কেহ ছত্র ধরে,
রূপে মুনির মন হরে, হেরিআশ্চর্য্য সুঠাম॥ ১॥

অনুমানে বিলক্ষণ, বুঝি সীতারাম লক্ষ্মণ,
আর ভরত শত্রুঘণ, সিংহাসনেতে বিরাম॥ ২॥

আর বুঝি হনূমান্, বিভীষণ জাম্বুমান্,
দাস্য ভাবে বিদ্যমান, পদতলেতে বিশ্রাম ॥ ৩ ॥

এই কমললোচন, সর্ব্ব পাপ বিমোচন,
অমৃত মাখা বচন, শ্যামাচরণ মোক্ষধাম ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

হরি নামামৃত সুধায় সদা হরে তাপ ত্রয়।
শ্রবণে মননে পানে দূরীভূত ভূত ভয় ॥

যো যো স্বীয় শান্তগুণে, নিত্য নিবর্ত্ত নির্গুণে,
সো সো হরি গাণ গুণে, সগুণে করে আশ্রয়।

যথা মুক্ত সুধা হ্রদে, ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদে,
মৃত্যুঞ্জয়াদি আহ্লাদে, নাম উচ্চে উচ্চারয় ॥ ১ ॥

বায়ু বেগে নদ নদী, গতি সে অব্ধ অবধি,
দ্রুতগামী নিরবধি, প্রাপ্ত তায় অন্ত আলয়।
পুন আশ্রয় পবনে, উত্তলব্ধো পরি বনে,
ভক্ত উর্দ্ধে দরশনে, সমুদ্র প্রবলাশয় ॥ ২ ॥

তদ্রূপ সে পরমাত্ম, অজ্ঞাত স্বনাম মাহাত্ম্য,
স্বভক্তে দেখে উন্মত্ত, স্বগুণ সে গুণালয়।
নাম করিতে প্রচার, নানা রূপে অবতার,
গুরু রূপ সেই সার, যে নামে যায় ভবভয় ॥ ৩ ॥

হকার সেই স্বয়ং শিব, উদ্ধার করেন জীব,
ইকার শক্তি ভাশিব, যাহাতে কৈবল্য হয়।
র কারে বহ্নি প্রকাশি, দগ্ধ যাহে পাপ রাশি,
শ্যামাচরণ অভিলাষী, হরিনাম মহাত্ম্য কয় ॥ ৪ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়াঠেকা।

সখি সাজ সাজাইতে আজি কিশোরী কিশোর।
মন অভিলায পূর্ণ হইবে সভার ॥

অপরূপ রসকূপ, ভুবনমোহন রূপ,
হেরে হরে পাপ তাপ, তায় বিলম্ব কি আর ॥ ১ ॥

তুলিয়ে তুলসী দল, কুসুম কুন্দ কমল,
চামেলি চম্পক বেল, লয়ে বকুলেরি হার ॥ ২ ॥

চুয়া চন্দনাদী যত, সৌগন্ধি বিবিধ মত,
ক্ষীর সর মনোমত, লহ নানা উপচার ॥ ৩ ॥

শ্রীশিব শ্যামাচরণ, বহু করি আরাধন,
পেয়েছ নীল রতন, তায় হারাইও না আর ॥ ৪ ॥

রাগিণী খট—তাল ঝাঁপতাল।

সারিগা গারিগা গারি মেরি শ্যাম প্যারে।
প্যারি ধ্বনি মানিনী হেঁ পামে ধরি সাধরে॥

কুসুম কুহার গাঁথি, যাগে হেঁ সব ভবের রাতি,
কৌনে যুবতী পাঞ্জী, রতি সোঁ রমকে, আইলি ভোরে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

আজু হরিকা সঙ্গমে হোরি।
ক্যাসে খেলেনে জাঁইরে ব্রজকি নারী॥

রঙ্গে রাধে স্বরূপিনী, অঙ্গেঅভরণ পিনী,
সঙ্গে যোলেশে গোপিনী, চলে কুঞ্জ কি নারী॥ ১॥

মণি মুক্তাদি স্বুবর্ণ, প্রজলে ক্যাসি স্বুবর্ণ,
হাব্ ভাব্ ভঙ্গি লাবর্ণ, নয়ন কি নারি॥ ২॥

চন্দন চুয়া আভোরি, আবির কুঙ্কুম কস্তুরি,
রঙ্গু পিচ্কারি হাতোরি, বলি হারি কি নারী॥ ৩॥

শ্যামচরণ তন্মনে, চলে গজেন্দ্র গমনে,
কন্দর্প দর্প দমনে, বাহ বা ক্যা ছি নারি॥ ৪

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

হেমাঙ্গিনী প্রেমাঙ্গিনী সদা প্রেম রসরঙ্গিনী।
চারি দিকে অষ্ট সখী সুসজ্জিত সুসঙ্গিনী॥

অঙ্গে নানা অলঙ্কার, কুচকুম্ভ চমৎকার,
অনঙ্গের অহঙ্কার, নাশে মত্ত মাতঙ্গিনী॥ ১॥

শোভে মণিময় হারে, দিনমণি তায় নিহারে,
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিহারে, উন্মত্ত প্রেম তরঙ্গিনী॥ ২॥

উপমা নাহি বপুর, রূপে ব্যাপিল ত্রিপুর,
চরণে রত্ন নূপুর, ক্ষীণা কটি কুরঙ্গিনী॥ ৩॥

নীল বসন অঙ্গ শোভা, শ্যামাচরণ মনোলোভা,
চঞ্চলা চঞ্চলা প্রভা, কিবা ভাব ত্রিভঙ্গিনী॥ ৪॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ভজ ভজ সীতারাম অবিরাম।
যে নাম স্মরণে জীব নিশ্চিত নিষ্কাম॥

সীকারেতে সতী সত্ত্ব, তাত্রতে তারিণী তত্ত্ব,
পরম যোগ পদার্থ, শুনরে আশ্চর্য্য নাম।
অশেষ পাপ প্রবল, দহে র কার অনল,
আকার শক্তি নির্ম্মল, ম কার সে মোক্ষধাম॥ ১॥

শিব জানেন সেই মর্ম্ম, সে নাম তারক ব্রহ্ম,
কাটে মায়া পাশ কর্ম্ম, আশ্রমে কর বিশ্রাম।

ভেবে দেখ এই ভবে, গতায়াত নাহি হবে,
যম যন্ত্রণা না রবে, এ রোগে পাবে আরাম ॥ ২ ॥

মহাপাপী রত্নাকর, মরা জপিয়ে সত্বর,
মুক্ত করি মুনিবর, অন্তে সে রামে বিরাম।
যে পাদ পদ্ম ধুলায়, অহল্যা মানবী তায়,
স্বর্ণ সে কাষ্ঠ নৌকায়, এমন পদে প্রণাম ॥ ৩ ॥

দুষ্ট পাপিষ্ঠ রাবণ, ঐরি ভাব করে সাধন,
জয়ী হয়ে ত্রিভুবন, অন্তে পূর্ণ মনস্কাম।
মিছা কেন পণ্ডশ্রম, সকলি মনেরি ভ্রম,
রামাচরণ সে আশ্রম, ক্রমে চল সপ্তগ্রাম ॥ ৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

সকলি দেখি অনিত্য সত্য সত্য নারায়ণ।
স্বপদ বিপদ দাতা বিপদের বিপদ জন ॥

হিন্দ্বাদি জবন ভূত, পরস্পর দ্বিধামত,
স্ব স্ব দেবতায় রত, অন্যে ভাবে অকারণ।
এইরূপ ভাবি যত, কুতর্কেতে অবিরত,
তব ভাবের বহির্ভূত, নরকেরি আকিঞ্চন ॥ ১ ॥

তুমি হে ঈশ্বর আল্লা, কভু হে বিষ্ণু বিস্মল্লা,
ব্রহ্মা মহম্মদেক শল্লা, শক্তি কুদরত ক্ষেপন।
রাম হে রহিম শিব, আদম নামে উদ্ভব,
মক্কেশ্বর ভাবাভাব, ভাবিলেই দ্বিধা ভঞ্জন ॥ ২

পুন দেখি চমৎকার, সত্যপীর অবতার,
ঝুলি কাস্থা আদিসার, একাকারেরি কারণ।
যে রূপে ছলনা করে, বিষ্ণু শর্ম্মাদি সাধুরে,
বহু কষ্টে তুষ্ট পরে, ক্ষ্যাত শির্নি আয়োজন ॥ ৩ ॥

বেদ কোরানাদি নীত, সকলি নীত তুমিতো,
নাম শুনি কত শত, বস্তু মাত্র একি জন।
অনর্থক দ্বন্ধে মরি, তব দৈশে কিসে হরি,
শ্যামাচরণ তরি ধরি, তার হে নীল রতন ॥ ৪ ॥

শিব বিষয়ক উপদেশ।

রাগ বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

শিব সে পরম তত্ত্ব এক পুরুষ প্রধান।
সাকার সে নিরাকার বেদতন্ত্রেতে প্রমাণ ॥

গুরু সেই নিরঞ্জন, সর্ব্ব বিপদ ভঞ্জন,
মুনির মনোরঞ্জন, যোগে সে পরম জ্ঞান ॥ ১ ॥

নাম সকলে নিশ্চয়, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভিন্ন নয়,
আশুতোষ দয়াময়, শক্তি যোগে কর ধ্যান ॥ ২ ॥

সে তত্ত্বরে কর সার, সে ভিন্ন কে আছে আর,
বিশ্বাধার নির্ব্বিকার, পরমাত্মা স্থির জান ॥ ৩ ॥

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত, লিঙ্গরূপী ভগবন্ত,
অনন্ত না পান অন্ত, শ্যামাচরণে প্রমাণ ॥ ৪ ॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

জ্ঞান যোগে ধ্যানং কুরু পরমিস্ট মহেশং।
দৃস্ট বৃষভ বাহন পুন সুপঞ্চ সিরীশং ॥

চতুর্ভুজ বরাভিত, পরশু মৃগ শোভিত,
অস্থি মালা গ্রীবারত, রূপে রজত গিরীশং।

বদনে শশী লাঞ্ছিত, ত্রিনেত্র সুনাসান্বিত,
ধুস্তুরে শ্রুতি রঞ্জিত, দাতা জ্ঞান মুপদেশং।

শিরে গং জটা মণ্ডিত, অর্দ্ধ ইন্দু ভালে স্থিত,
সর্পে সুযজ্ঞোপবীত, চল চলিত সুবেশং।

দ্বীপ চর্ম্ম কটী ধৃত, ভস্ম ভূষণ ভূষিত,
যোগানন্দে নৃত্যগীত, রত নিয়ত সুরেশং।

বৃষ বাহন বিহিত, সদা পদ্মাসনে প্রীত,
নির্গুণ গুণালঙ্কৃত, শ্যামাচরণ যোগেশং।

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

হর হর দিগম্বর মহাকাল করালে।
ফণী মণি রঞ্জিত জটাজুট জালে ॥

ডিমিকী ডিমিকী ডম্বর বাজত, কিবা নাচত সুমধুর তালে।
ববম্ ববম্ বাজত গালস্থ, অর্দ্ধ ইন্দু সুশোভিত ভালে।

শিরোপরে শোভিত সুরধুনী কুল কুল ধ্বনিস্থ বিশালে।
পাদ পদ্মে নূপুর কিনি কিনি, গুঞ্জত ভৃঙ্গ সুরঙ্গ রসালে।
কৃষ্ণ পিঙ্গল বরণ ভাতি, গলে শোভে নরমুণ্ড মালে।
শ্যামাচরণ স্মরণাগত, শিবরক্ষ মোক্ষদ অন্তকালে।

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

হে শিব শঙ্কর গঙ্গাধর হর আশুতোষ হে মহেশং।
জয় অনাদি দেব দেব গুরু আদিনাথ অখিলেশং॥

হে পরমেশ্বর পরাৎপর প্রভো, পরম্ পুরুষ পরেশং।
পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, হে পূর্ণানন্দ পুরেশং॥ ১॥

দারিদ্র দুঃখ ভঞ্জন দয়াময়, প্রভো দিনেশ দীনেশং।
জয় দিগেশ্বর দিগম্বর, জয় হে দৈত্যারি দানবেশং॥ ২॥

সুরধুনী শিরোপরি ধারক হে, সুরপালক সুরেশং।
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর শম্ভুনাথ প্রভো, শুদ্ধ শুক্ল সুবেশং॥ ৩॥

জয় সিদ্ধেশ্বর শান্তিনাথ গুরো, হর সন্তাপ অশেষং।
শিরোপরে সহস্রারে সত্য প্রভো, হে সুধাধার ধরেশং॥ ৪॥

কামান্তক কলি কলুষ বিনাশক, কাশীশ্বর হে কুলেশং।
জয় কৈলাশেশ্বর, কৃত্তিবাস গুরো কপর্দ্দীশ কপিলেশং॥

জয় গঙ্গাধর গৌরীকান্ত গুরো, ও হে গিরীশ জ্ঞানেশং।
প্রভো গিরিজাপতি গোলকনাথ, গন্ধর্ব্বেশ হে গোপেশং॥ ৫॥

মহাযোগী মহেশ্বর মীন নাথ, মহারুদ্র হে মশেষং।
মহা কালহে মহেন্দ্র নাথ গুরো, হে মুনীশ্বর মৌনেশং॥ ৬॥

জয় জয় যজ্ঞেশ্বর যোগদাতা, প্রভো যোগীন্দ্র জনেশং।
জয় জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতীশ্বর হর, শ্যামাচরণ যোগেশং॥ ৭॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

হরিতে ভবেরি ভার হর হরি কর সার।
হর হরি বিনা জীবের কলিতে নাহি নিস্তার॥

যত বিষয় বৈভব, পড়িয়ে রহিবে সব,
না রবে সব গৌরব, পুড়ে হবে ছার খার॥ ১॥
কোথা রবে সব রস, রসনা হবে অবশ,
কণ্ঠ রোধ গল দোষ, শ্বাস কাশেতে বিস্তার॥ ২॥
শুন শ্রীমান ধীমান, না রবে হয় বিমান,
অনিত্য সুখ সম্মান, দারা পুত্র পরিবার॥ ৩॥
কোথা রবে কীর্ত্তি যশ, হতে হবে পরবশ,
শ্যামাচরণ তরিই শেষ, হর হরি কর্ণধার॥ ৪॥

রাগিণী সোহিনী—তাল যৎ।

কি অপরূপ হেরি বিশ্বময়।
সাকার কি নিরাকার না হয় নির্ণয়॥

নানা মূর্ত্তি রূপ ধরে, ব্রহ্মাণ্ড লোম বিবরে,
যথা বিম্ব পয়োপরে, হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।

পুন একি চমৎকার, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
জ্যোতিতে হয়ে বিকার, উগ্র স্নিগ্ধ অতিশয়। ২।
জ্যোতি মধ্যে করে গতি, দেখিলাম আশ্চর্য্য অতি,
সে পদেতে স্থির মতি, হলে নিত্য সুখোদয়। ৩।
ব্যাপক সিন্ধু সুধার, মধ্য দ্বীপে বিশ্বাধার,
শব রূপী শিবাকার, শ্যামাচরণ আশ্রয়। ৪।

শক্তি বিষয়ক উপদেশ।

রাগ মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

শক্তি সে পরম তত্ত্ব তারে জড়া মায়া কয়।
যাঁহার কটাক্ষে জীব চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি শিব, শক্তি হীনে সবে সব,
আদ্যাতে বিদ্যা উদ্ভব, বিদ্যা অংশে মায়াময়॥ ১
সৃষ্টি স্থিতি সংহার, কটাক্ষে হয় যাঁহার,
মহাকালেতে বিহার, পুন সে শক্তিতে লয়॥ ২
শক্তি জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি, হাস্য কল্পনা সে যুক্তি,
পরং ব্রহ্ম সজ্ঞা উক্তি, সে কৃপাতে কৃপাময়॥ ৩
জ্ঞান চৈতন্যাদি ভক্তি, মুক্তি সে শক্তি প্রশক্তি,
জড় তো সকল ব্যক্তি, শ্যামাচরণে নিশ্চয়॥ ৪॥

রাগ হাম্বির—তালমধ্যমান ঠেকা।

শক্তি নাম মহামন্ত্র কররে আশ্রয়।
শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলেরে সংহারী
মহাকাল ত্রিপুরারী, অন্তেতে শক্তিতে লয়॥১॥

শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়॥২॥

শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রম জাল,
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয়॥৩॥

নাহি তায় নিষেধ বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্তয়॥৪

রাগ ললিত—তাল আড়া।

কে কামিনী সবাসনা বিবসনা বেশে।
সুধা তরঙ্গে শ্রীঅঙ্গ ঢল ঢলা বেশে॥

তরুণ অরুণ আসি, চরণ-প্রভা প্রয়াসী,
লাজে শশি পড়ে খসি, নখরে প্রবেশে,
কটি বেড়া কর রাশি, কুচেতে দাড়িম্ব ডুবী,
শিরোহার নরনাশি, শোণিতাঙ্গে ভাসে॥১

চতুর্ভুজে কিবা ভাসি, বামাধর্দ্ধে শির অসি,
সব্যে বরাভয় রাশি, বিতরয় দাসে,

একি শোভা অমার্নিশি, কিবা প্রভা ঘোরা মসী,
সুভূষা বেশ বিন্যাসী, ষোড়শী বয়েশে ॥ ২

বামার সুবদনী শশি, সুশোভিত শ্যাম শশী,
তড়িত জড়িত হাসি, সঘনে প্রকাশে,
ওষ্ঠে শশ রক্তাকর্ষি, দন্তপংক্তি মুক্তাদর্শী,
হান্ হান্ যুক্ত ভাসি, রশনা উল্লাসে ॥ ৩

বহ্নি রবি পূর্ণ শশী, নেত্র ত্রয়েতে বিকাশ,
সুনাশা হুঙ্কারে রোষী, রিপু কুল নাশে।
ইশু শিশু কর্ণ বাসী, কিযু শ্রীসু এলোকেশী,
ত্রিশুলী সুধাতে ভাসি, শ্যামাচরণে সে ॥ ৪

রাগিণী কালনেংড়া—তাল মধ্যমানঠেকা

নিরুপমা কি রূপমা শ্যাম বরণা।
সদানন্দ পরে সুধানন্দে নগনা মগনা ॥

ঢল ঢল ঢলে রঙ্গে, ভাষে রুধির তরঙ্গে,
নাচিছে যোগিনী সঙ্গে, লোললোলিত রশনা ॥

কটিতে কর করাশি, গলে মাল নর শিরশি,
বরাভিত শিরো অসি, করে ধারণা তরুণা ॥

রতিতে অতি আবেশ, বিপরীত রিত বেশ,
ছিন্ন ভিন্ন কেশ বেশ, সদা সুহাস্য বদনা ॥

দানা দক্ষ শিবা সবে, রিপু নাশে মাভৈ রবে,
শ্যামাচরণ প্রভাবে, কম্পে ধরণী ধরণা ॥

রাগ বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কি হেরিলাম অপরূপ হেরে ভুলিলো নয়ন।
চঞ্চলায় হেরি চঞ্চল হলো অচঞ্চল মন॥

কাল রূপের কিবা শোভা, মহাকালের মনোলোভা,
অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রভা, মুনির মনোরঞ্জন॥ ১॥
লোল জিহ্বা অট্ট হাসি, ক্ষেরিছে তায় সুধারাশি,
মুক্তকেশী প্রিয় ভাষী, সর্ব্বনাশী করে রণ॥ ২॥
ভালে শোভে অর্দ্ধ শশী, ত্রিলোচনা তায় ষোড়শী,
চতুর্ভুজে শির অসি, অভয় বর ধারণ॥ ৩॥
মালা পরে শির কাটি, কুচ কুম্ভ পরিপাটী,
কর-শ্রেণীই বদ্ধ কটী, কি শোভা শ্যামাচরণ॥

রাগিণী রামকেলি—তাল একতালা।

কি আনন্দ এ আনন্দে গো মা অন্ন দে মা অন্ন দে।
পূর্ণা প্রকৃতি পরমানন্দে পূণ্য দে মা পূণ্য দে॥

অসার সংসারে শারদে সারদে, আশার সুসার বরদে২,
অপার কৃপার ভারদে পারদে, সুখ দে গোমা সুখ দে। ১॥
দুস্তর প্রস্তর সুহৃদ সহৃদে, নিস্তার বিস্তার সম্পদ প্রমাদে,
কাতরে বিতর আমোদ প্রমোদে, বিপদে দে মা শ্রীপদে। ২॥
ভজন পূজন সাধন এ দীন, অজ্ঞান সুজ্ঞান সন্ধান বিহীন,
কুজ্ঞান কুধ্যান বন্ধনে প্রবীন, মোক্ষ দে গো মা মোক্ষ দে। ৩॥

জনন মরণ স্মরণ সসন্দে, পতন তপন তনয় ত্রিফন্দে,
শ্রীশ্যামাচরণ কারণ প্রবন্দে, জ্ঞান দে মা জ্ঞান দে। ৪ ॥

রাগ সুরট মল্লার—তাল মধ্যমান ঠেকা।

কৃপাময়ী গো কৃপাং কুরু কুরীত জনে।
কৃপণতা করে মাতা কলঙ্ক করিস্‌নে ॥

যে সাগর সলিল হেরি, সাঁতারিতে শঙ্কা করি,
বস্তু শূন্য জির্ণ তরি, তরিব কেমনে।
সভে শুনি কৈলে পার, শৈল নাকি দিনের ভার,
শৈলা-ত্মজার ব্যবহার, আর প্রচারিস্‌নে ॥ ১

ক্রমে ক্রমে গত কাল, নিকটস্থ হলো কাল,
ক্ষমা নহে ক্ষণেক কাল, কি করি এক্ষণে।
পিতা যিনি মহাকাল, কাল পদ প্রাপ্তে কাল,
ক্ষেপ্ত ব্যক্ত চির কাল, ডাকিলেও না শুনে ॥ ২

জন সম সর্গে বসি, পরস্পর মন তুষি,
লক্ষ্মী সঙ্গে দ্বেষাদ্বেষী, রক্ষা মাত্র প্রাণে।
সদা ঈর্সা সুখ রাশি, পর দারা ধনোদ্দেশী,
কুপ্রবৃত্তি রাশি রাশি, নাশিব কি গুণে ॥ ৩

মদে মত্ত মন করি, কালাঙ্কুশে নাহি ডরি,
সঙ্গদোষে ভ্রমে ফিরি, অসার অরণ্যে।
ভবিষ্যদ্‌ ভাবনা হলে, কেবা ডাকে মামা বলে,
ফলের বলে যেতো চলে, শ্রীশ্যামাচরণে ॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল ঠুংরি।

কে জানে মা শিবে শ্যামা।
বেদাগমে না হয় সীমা অসীমা মহিমা অনুপমা
গুণাতিতাবামা ॥

কি দিয়ে তোমায় তুষিব, কিবা স্তব প্রকাশিব,
কি গুণে বা সন্তোষিব, ত্রিগুণে না পায় সীমা।
যে নাম স্মরে সদাশিব, সে নামে সদা ভাবিব,
যে পদে মা শব শিব, সে পদ দেহ মনোরমা।
মনোহর নামা ॥ ১ ॥

বুদ্ধি নহে স্থির যুক্তি, জ্ঞানের অগম্য শক্তি,
অহং দেহে অন্ধ ভক্তি, মনে মুক্তি চিত্তে ক্ষমা।
রসনায় বিষেতে তৃপ্তি, বাসনায় বিষয়ো উক্তি,
দর্শনে মায়িক ব্যক্তি, সদা মায়াতে সংযামা।
হরগুণ ধামা। ২ ॥

কুশ্রবণে থাকে শ্রুতি, নাশাতে কুঘ্রাণে প্রীতি,
ত্বকে ত্বক্ যন্ত্রণা অতি, প্রবল কুমতি কি মা।
পদ যায় অবিদ্যা তীর্থ, করে করে মায়া কৃত্য,
পায়ু পস্থে মল মূত্র, ক্ষুধা সে নহে বিরামা।
শুন সত্যভামা। ৩ ॥

কাম সে অতি দুর্জ্জন, ক্রোধ তর্জ্জনে গর্জ্জন,
লোভ সে ধর্ম্ম বর্জ্জন, মোহ মোহে সে প্রতিমা।
মদ উন্মত্ত কারণ, মাৎসর্য্য মত্ত বারণ,
অস্থির শ্যামাচরণ, কিবা দিব সে উপমা।
গাই সা রি গা মা ॥ ৪ ॥

রাগিণী কালনেংড়া—তাল মধ্যমান।

ভাব মুক্তকেশী মুক্তির কারণ।
ভব পাশে মুক্ত ভক্ত করিলে স্মরণ ॥

পূর্ণচন্দ্রে অমা কলা, চঞ্চলা সম চঞ্চলা,
অট্ট হাসি জিহ্বা লোলা, নীলা নীরদ বরণ।
কর-শ্রেণী বদ্ধ কটি, মুণ্ডে মাল্য পরিপাটী,
কটাক্ষ ভঙ্গি ভ্রুকুটী, নাশে রিপু করি রণ। ১

হৃদে যুগ্ম পয়োধরে, দাড়িম্বের দর্প হরে,
লাজে পশি সরোবরে, মগ্ন হয়েছে মদন।
রুধির ধারায় অঙ্গ শোভা, শক্র ধনু সমপ্রভা,
মুখ শশী মনোলোভা, কটাক্ষে কাম হরণ। ২

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ত্রয়, ত্রিনেত্রে দেখি উদয়,
শতানিত কর্ণে দ্বয়, ভালে অর্দ্ধেন্দু শোভন।
সুশোভিত চারি করে, বামে শির অসি ধরে,
দক্ষিণে সে অভয় বরে, ভক্তে করে বিতরণ ॥ ৩

সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী, কিবা ভাব সুভঙ্গিনী,
সুধা সিন্ধু তরঙ্গিনী, কিমাশ্চর্য্য অভরণ।
শব শিব হৃদারূঢ়, আলিঢ় বা প্রত্যালিঢ়,
ভক্তি ভাবে মতি দৃঢ়, প্রাপ্তিতে শ্যামাচরণ॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল মধ্যমানঠেকা।

নীল বরণী কে কামিনী।
কন্দর্প দর্প হারিণী; নবঘনে সুশোভিত জিনি
কোটি সৌদামিনী॥

কি কায ঘরে নগরে, ডোব'সে রূপ সাগরে,
নাম্ সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা যামিনী। ১

কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যায় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি। ২

অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষট্চক্রে,
দেখ চন্দ্রানল অর্কে, সহস্র দল দামিনী। ৩

যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তারিণী॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল মধ্যমানঠেকা।

কে হরে বিহরে একাকিনী কাহার কামিনী।
অঘোরা তায় ঘোর রাবা এ ঘোর যামিনী ॥

নিন্দী নীল নব ঘনে, তড়িৎ হাস্য তায় সঘনে,
সূর্য্যানলেন্দু নয়নে, গতি গজেন্দ্র গামিনী। ১

ভালে শোভে অৰ্দ্ধ ইন্দু, জ্যো া হেন সুধাসিন্ধু,
তদুপরি দেখি বিন্দু, কল।সে উৰ্দ্ধ গামিনী। ২

রিপু কুল্ করে সংহার, পরে নর শির হার,
নাশিল সৃষ্টি সংসার, অসুর দল দামিনী। ৩

নয়ন মুদি থাকি ধ্যানে, বামায় দেখি ব্রহ্ম জ্ঞানে,
বাহ্যে চাই যে দিক পানে, হেরি কাল সৌদামিনী।

শির অসি বাম করে, দক্ষিণে তায় অভয় বরে,
কটি-শ্রেণী বদ্ধ করে, শ্যামাচরণে তারিণী ॥

রাগিণী সোহিনী—তাল মধ্যমানঠেকা।

ঐ এলো এলোকেশী রমণী।
রমণীর শিরোমণী; তিমিরে তিমির হরে জিনি
ফণীর শিরোমণি ॥

কে এ গো মা বিবসনে, মুকুতা শোভে দশনে,
লোল লোলিত রশনে, ধারাধরিত শণি। ১

অপরূপ ভাবোদয়, পলকে হয় প্রলয়,
শির অশী বরা ়য়, করে ধরে ত্রিনয়নী। ২

রাম রম্ভা জিনি কিবা, উরু নিতম্বের সোভা,
মহাকালের মন লোভা, ঐ ইকরাল বদনী। ৩
কি শোভা শ্যামাচরণে, যোগানন্দে আছে ধ্যানে,
ঐ পদ ব্রহ্ম জ্ঞানে, ভাসে ভব তরণী॥ ৪

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মিছা আশে মায়া পাশে পতন হয়েছি ভ্রান্তে।
অন্তর কৃতান্ত হেরে দিন অন্ত কান্তে কান্তে॥

বিশ্ব রূপা বিশ্ব ধাত্রী, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী,
চতুর্ব্বর্গ ফল দাত্রী, তোমারে কে পারে জান্তে। ১
একান্তে দিন্ অন্তে ভ্রান্তে, করিলে ঐ পদ চিন্তে,
ফাঁকি দিয়ে সে কৃতান্তে, কৈবল্য হইতো অন্তে। ২
অন্তজ অধম দীন, কি বর্ণিবে তব গুণ,
ভক্তি মুক্তি শক্তি জ্ঞান, হারাইলাম্ জান্তে শুন্তে। ৩
ভয়ে ডাকি ভীত হয়ে, জ্ঞান অসি মা অভয়ে,
শ্যামাচরণেরে দিয়ে, মুক্ত কর গো দিনান্তে। ৪

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কি হবে কি হবে শিবে ভবে ভেবিছি অসার।
ভগ্ন তরী মগ্ন হলে বহু বিঘ্ন হতে পার॥

যে হেরি ভবেরি বারি, তরঙ্গ কিসে নিবারি,
দুর্য্যোগ দেখি ভয় ভারি, মায়া মেঘে অন্ধকার। ১।

দিকের নাহি নির্ণয়, মহাচক্রেতে ঘূর্ণয়,
জীর্ণ তরি ছিদ্রনয়, নাহি জানি মা সাঁতার। ২।

অজ্ঞান বায়ু বিস্তার, ভাবি অকুল পাথার,
নাহি মা আর নিস্তার, পাগল তায় কর্ণধার। ৩।

দাঁড়ি ইন্দ্রীয়াদি যত, রিপু কুলের অনুগত,
শ্যামাচরণ জ্ঞান হত, শরণাগত তোমার। ৪।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ছেলেরে খেলিতে বলে কি খেলা খেলিতে গেলে।
পাগলের সঙ্গে বুঝি খেলা খেলে পাগল হলে॥

পঞ্চ মতে কষ্ট পরে, সৃষ্ট কর খেলা ঘরে,
তুষ্ট করে তদন্তরে, মায়াদি সঙ্গে অর্পিলে।
ভুলে মা তোমারি তত্ত্ব, সঙ্গি পেয়ে খেলে মত্ত,
বিবিধ মতে প্রবত্ত, তোমারি মায়ারি ছলে। ১।

খেলা ঘরে খেল্‌বো বলে, সাজাই কত ছলে বলে,
পঞ্চ ভূতে ঐক্য ফলে, ভেঙ্গে ফেলে যায় বা চলে।
তাহে তুমি হয়ে রিপু, সঙ্গে দিলে ছয় রিপু,
তারা স্ব,স্ববলে দহে বপু, দগ্ধ হলেম্‌ চিন্তানলে। ২।

একাদশ ইন্দ্রিয় রে, রাখ যত্নে রক্ষার্‌ তরে,
দ্বারে ঘয়ে কর্ম্মান্তরে, যে যে যোগ্য বুঝে ছিলে।
সে সব নহে স্ববশ, সবে দেখি পরবশ,
কাহারে কি দিব দোষ, সব ফলে ভাগ্য ফলে। ৩।

দারা পুত্র পরিবার, যে যে সঙ্গি খেলিবার,
মদে মত্ত অনিবার, সদা তত্ত্ব বিষে ফেলে গো
শ্যামাচরণ ক্ষুধায় ও, অস্থির ক্ষান্ত খেলায় ও,
ত্বরায় ওমা কোলে লও, ধর্ব্বে দেড়ে বুড়া এলে। ৪

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান ঠেকা।

জপরে মহাকালী কালী।
অন্তরেতে নিরন্তর ভাব মুণ্ডমালী মালী।

শুন মন তোমারে বলি, দেখ রূপ প্রভা বলি,
মানসেতে দেহ বলি, পেতে বিসালী করালী। ১।
কি করিতে বা আসিলি, কিবা করিয়ে ভাসিলি,
ফলে মূলেতে নাশিলি, বিপদ ঘটালি ঘটালি। ২।
এ যে দেখ ঘোর কলি, পাপেতে পূর্ণ সকলি,
কিবলি প্রাণ ব্যাকুলি, জনম্ হারালি হারালী। ৩
বাসনায় দাও জলাঞ্জলি, হও শ্যামাচরণ অলি,
কৈবল্যেতে যাহ চলি, দিয়ে করতালি তালি। ৫।

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

পেতে মুক্তি শ্যাম কালীর নাম কররে আশ্রয়।
যে নাম স্মরণে জীবের মহা মোক্ষ হয়॥

কালী নাম সুধা সার, পান কর অনিবার,
জন্ম মৃত্যু না হবে আর, গুরু বাক্যে সে নিশ্চয়।

ও নামে করে নির্ভর, বিষ পানে বিশ্বম্ভর,
হল অজর অমর, নাম তাহে মৃত্যুঞ্জয়। ১।
নাম ব্রহ্ম নিরাকার নামেতে প্রাপ্ত সাকার,
নামে জীব নির্ব্বিকার হয় শিব আনন্দময়।
জিহ্বা ধনুই নাম বান, স্বগুণে কর বন্ধান,
ব্রহ্ম জ্ঞানে সুসন্ধান, নির্ব্বাণ তায় কালে জয়। ২
নামে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, নামে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব,
নিত্য শিবের শিবত্ব, শুন নাম পরিচয়।
গুরু দত্ত সেই তত্ত্ব, নামে সত্য পরমার্থ,
নাম ব্রহ্মের মাহাত্ম্য, বেদাদির গোচর নয়। ৩।
ককার সে কল্প বৃক্ষ, আকার সাকারে মোক্ষ,
লকারে শিব প্রত্যক্ষ, দীর্ঘী শক্তি জ্ঞানোদয়।
যোগেতে কৈবল্য ধাম, অতীত সে সপ্তগ্রাম,
স্মরণ মাত্রে নিষ্কাম, শ্যামাচরণে সে লয়। ৪।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়ে রবে কি মা রাত্র দিন।
মা মা রবে ডেকে ডেকে হলো মোর তনু ক্ষীণ॥

পিতার হরিয়ে জ্ঞান, নিজে হলে অন্তর্ধ্যান,
কাঁদে এ শিশু অজ্ঞান, হয়ে মাতৃ পিতৃ হীন। ১।
কালেতে মহা প্রলয়, মহাকাল তোমাতে লয়,
শিব সেই মৃত্যুঞ্জয়, কেন চৈতন্য বিহীন। ২।

কেমনে করি নিশ্চয়, দাহাদি করাতোশ্রয়,
নামেতে কলঙ্ক হয়, নাচিছে কাল প্রবীণ। ৩।
শূণ্য গৃহ তায় নির্ধন, কিবা করি আয়োজন,
শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন, শ্যামাচরণের ঋণ। ৪।

রাগিণী বারঙা—তাল ঠুংরী।

তারা কোথা মা এসময়, অসময়।
কোথায় রহিলে গোমা দাসেরে হয়ে নিদয়॥

ভবার্ণবে নাহি কুল, হেরে হয়েছি ব্যাকুল,
কিছুতে নাহি প্রতুল, অতুল তরঙ্গময়॥ ১॥
নাহি তাহে পারাবার, নাহি দেখি কর্ণধার,
জীর্ণ তরী নব দ্বার, পঞ্চ ভূতেরি আলয়॥ ২॥
দাড়ি ইন্দ্রিয়াদি দশ, কুচক্রী মনের বশ,
প্রাণ সংশয় নির্যশ, ঘেরেছে তায় রিপু ছয়॥ ৩॥
পেলে শ্যামাচরণ তরি, তবে এভবে মা তরি,
গুরুদত্ত অস্ত্র ধরি, রিপু কুলে করি ক্ষয়॥ ৪॥

রাগিণী বিভাষ—তাল মধ্যমান ঠেকা।

এ যন্ত্রণা সহেনা মা আর বার বার অনিবার।
শমন শাসন ক্ষেত্র এই কারাগার॥

নির্দ্দয় সে সারজন, ডাক্তর সম সমন,
অনুচরেরি পীড়ন, বিনা দোষে অনিবার॥ ১

অভক্ষ্য অপেয় পান, না করিলে বধে প্রাণ,
হারাইলাম ধর্ম্মজ্ঞান, রক্ষ আধেয় আধার ॥ ২ ॥

যদি করি উপাসনা, উন্মাদ মধ্যে গণনা,
কুমন্ত্রণা কুকামনা, কুচ্ছা করে দুরাচার ॥ ৩ ॥

অভয়া দিয়ে অভয়, রিপু কুলে করি ক্ষয়,
শ্যামাচরণেরি জয়, কর বিচার প্রচার ॥ ৪ ॥

রাগিণী কানেড়া—তাল আড়াঠেকা।

না হেরে সেই রমণী কেন মন উচাটন।
সে বিরহে অঙ্গ দহে সদা প্রাণ জ্বালাতন ॥

নয়ন মুদিলে পরে, উদয় হয় অন্তরে,
সদয় হয়ে সে মোরে, পুন হয় সে গোপন। ১।

কেমনে তাহারে পাব, কি করিব কোথা যাব,
কি করে প্রাণ জুড়াব, না হয় সে নিরূপণ। ২।

যদি পাই সে বামারে, রাখি হৃদয় মাঝারে,
আর কি ভুলিব তারে, সে নয়নের নয়ন। ৩।

বিবা নলিনী ললনা নাহি সে রূপ তুলনা,
শ্যামাচরণ ভুলনা, মরি কি সুচন্দ্রানন। ৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—আড়াঠেকা।

অসার সংসারার্ণবে নাহি দেখি মা নিস্তার।
প্রবল মায়া তরঙ্গ মোহ শ্রোতেতে বিস্তার।

আশা বায়ু বলবান্, লোভ মেঘ সপ্রমাণ,
কাম তাহে বজ্রবান, তড়িৎ প্রাণ সে আমার।
মাৎসর্য্য ঘন গর্জ্জন, মদ বৃষ্টি তায় বর্জ্জন,
শত্রু সে পাপ দুর্জ্জন, ক্রোধ ঘোর অন্ধকার।
ভগ্ন তরীর্ আয়োজন, নাবিক তাহে কুমন,
ইন্দ্রিয় দাড়ি দশ জন, অতি দুষ্ট দুরাচার।
কিছুতে নাই পরিত্রাণ, দৈন্য শমন বিদ্যমান,
শ্রীশ্যামাচরণে স্থান, দিয়ে ত্বরায় কর পার।

রাগিণী বারওঁা তাল—ঠুংরী।

তারা তার তনয় জনে।
সদত অস্থির মতি তোমার পূজনে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হরারাধ্য, জগজ্জন সব বাধ্য,
বর্ণনে না হয় সাধ্য, অসাধ্য তব ভজনে। ১।
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, সর্ব্বাপদ বিনাশিনী,
অন্তে ত্বং সর্ব্ব গ্রাসিনী, কাল হর মা নির্জ্জনে। ২।
আসিয়ে ভবেরি হাট, দেখি সব নেটরি নাট,
ভুলে গুরু দত্ত পাট, থাকি বৃথা আয়োজনে। ৩।

শ্যামাচরণের মন, কুপথে করে গমন,
অপ্রয়োজনে ভ্রমণ, করায় কুপ্রিয় জনে। ৪

রাগিণী সুরটমল্লার তাল—মধ্যমান ঠেকা।

সদা কালী কালী বল রসনায়।
পাইবে পরম সুধা ত্যজি অন্য বাসনায়॥

দুরন্ত কলি কলঙ্কা, না রবে শমন শঙ্কা,
কালী নামে জোর ডঙ্কা, এই ঘোষণায়॥ ১॥
লইরে কালীর নাম, করে ধর্ম্ম অর্থকাম,
মোক্ষ তায় কৈবল্য ধাম, সে শবাসনায়॥ ২॥
ত্যজরে যত জঞ্জাল, কাট সব মায়াজাল,
বিবেক অগ্নি তায় জাল, সে অন্বেষণায়॥ ৩॥
সকলি জান অনিত্য, শ্যামাচরণ সেই সত্য,
মহাকাল হন উম্মত্ত, যে উপাসনায়॥ ৪॥

রাগিণী যোগীয়া তাল—মধ্যমান।

কালী সে কেমন ধন কিসে জানিবেরে মন।
যে কালির নাম শুনে দুরেতে পলায় শমন॥

যোগীগণ না পায় ধ্যানে, জ্ঞানীগণ না পায় জ্ঞানে,
দেবাদিদেব আরাধনে, হৃদে করিয়ে স্থাপন ১।
মহাকাল পেয়ে তত্ত্ব, সে নাম রসে উম্মত্ত,
অন্তে জেনে কালী সত্য, শ্মশানে করে ভ্রমণ। ২

সৃষ্টি স্থিতি সংহার, কটাক্ষে হয় যাঁহার,
নিরাকার নির্ব্বিকার, সেই সাকার কারণ। ৩।

কোটী চন্দ্র সূর্য্যপ্রভা, জিনিয়ে রূপ্মনোলোভা,
ভাব কিবা রাত্র দিবা, জ্যোতির্ম্ময় শ্যামাচরণ। ৪।

রাগিণী বারোঁয়া তাল—ঠুংরি।

কালীপদে মজ মূঢ়া মন।
ষট্পদ্মে ষট্পদ রূপে কররে ভ্রমণ॥

বিষয় কেতকী প্রসঙ্গে, মত্ত আছ নানা রঙ্গে,
সে সঙ্গে শেষ্ অঙ্গ ভঙ্গে, হবে জ্বালাতন॥ ১

আধার পদ্ম বিবরে, কুণ্ডলী স্বয়ম্ভু পরে,
গতি জ্যোতি সূত্র ধরে, কর পশ্চাতে গমন॥ ২

ষড় দল অনুপমা, তাহে মহা বিষ্ণুরমা,
মহারুদ্র সহ শ্যামা, দশ দলেতে রমণ॥

দ্বাদশ্ দলে আত্মমতি, ঈশ্বরী ঈশ্বরে রতি,
ষোড়শাব্জে শক্তি সতী, সদা শিব দরশন॥

ইতরাখ্য শিব শক্তি, দ্বিদলে মন্ উর্দ্ধে মুক্তি,
উপরে প্রণব্ প্রশক্তি, তদোর্দ্ধে শ্যামাচরণ॥

রাগিণী যোগীয়া তাল—ঝাঁপতাল।

কালী কলি কলুষ নাশিনী,
করুণাময়ী কুলেশ্বরী কালান্তক কামিনী ॥

কেমা কুলদা কামদা কাত্যায়নী, কুমারী কৌশিকী কৃশাঙ্গিনী,
কাশীশ্বরী কপাল পালিনী, কৈলাশ নিবাশিনী ॥ ১

কমলা কাল্যা কাম রূপিনী, কুরু কুল্যা কুশল কারিণী,
কৃপাময়ী করাল বদনী, কলহা কাল গ্রাসিনী ॥ ২

কৌশল্যা কৃষ্ণা কাকবাহিনী, কীটেশ্বরী কঙ্কাল মালিনী,
কাদম্বিনী কলত্র দায়িনী, কলা কুমারী রূপিণী ॥ ৩

কাম্যা কাম্য কর্ম্ম কারিণী, কার্য্যা কার্য্য ধার্য্য ধারিণী,
কার্য্য শ্যামাচরণে তারিণী, কৈবল্য প্রদায়িনী ॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝিঁট তাল—মধ্যমান ঠেকা।

কে বলে বল কাল শশীরে কাল।
কোটী শশী মিশি আসি যার কাল রূপেতে লুকাল ॥

যে হেরে গো ঐ কাল, হরে তার অন্তরের কাল,
সে কি ভোলে কোন কাল, মজেছে যার সর্ব্বকাল ॥ ১

যদি হয় গো কালাকাল, তাহে যে ভাবে ঐ কাল,
কৈবল্য পায় পরকাল, এহোয় দুরে যায় তার কাল ॥ ২

ভব সিন্ধু পার কাল, কাণ্ডারি সেও এই কাল,
ভেবে কাল মহা কাল, পাগল যার্ চিরকাল। ৩

উৎপত্তি নিবৃত্তি কাল, স্থিরতর এই কাল,
শ্যামাচরণ স্মর কাল, হর সেই পরকাল। ৪

রাগিণী সুরটমল্লার তাল—মধ্যমান ঠেকা।

সদা কালী কালী কালী বল মন।
কালী নাম স্মরণে হয় কালের দমন॥

নাহি তাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
কিবা সন্ধ্যা রাত্র কাল, সর্ব্ব কালে সে সাধন॥ ১

কিবা বাল্য যুবা কাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ॥ ২

বৃথা গেল ইহ কাল, না ভাবিছ পরকাল,
বর্ত্তমান্ কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গনন॥

কালী নামে মহাকাল, স্থিরতর চিরকাল,
কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ॥ ৪

রাগিণী সুরটমল্লার তাল—মধ্যমান ঠেকা।

কালিকে কুলপালিকে কুলীনা কুলদায়িনী।
কুলহীনে কুলং দেহি মা কুল কুণ্ডলিনী॥

কালি কলুষ নাশিনী, কালভয় বিনাশিনী॥ ১
কামক্রোধাদি সংহার কারিণী, কপাল পালিনী কপালিনী॥

কৃষ্ণ রূপে কেলি কারিণী, কালিন্দী কুল কুঞ্জ বাসিনী,
কালিয় দমনী কংসধ্বংসিনী, কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল নাশিনী॥

রাগিণী ভৈরবী তাল—মধ্যমান।

দিন দিন তনু ক্ষীণ আর রবে কত দিন।
ধীবর করাল কাল ধরি লবে প্রাণ মীন॥

সংসার অর্ণব মাঝে, তেজে গতি নিজ কাযে.
পাশ বদ্ধ কাল ব্যাজে, সম্প্রতি গতি বিহীন॥ ১

লম্ফ ঝম্ফ করে কত, জড়ালে জঞ্জাল যত,
পলাইবার নাহি পথ, ওরে অজ্ঞান প্রবীন॥ ২

কাটিবারে মায়াজাল, গুরু আছেন মহাকাল,
স্মর কালী পরকাল, কাল যাঁর আজ্ঞাধীন॥ ৩

শ্যামাচরণ কর ধ্যান, অস্ত্র সেই ব্রহ্মজ্ঞান,
গুরু হস্তেতে নির্ব্বাণ, মুক্তি দাতা ভক্তাধীন॥ ৪

রাগিণী জয়জয়ন্তি তাল—ঝাঁপতাল।

কুকর্ম্মী কলির সৈন্য করিল সব্ অধিকার।
ধর্ম্মদ্রোহী হয়ে যত অধর্ম্ম করে প্রচার॥

কুতর্ক রূপ অস্ত্র ধরে, বেদ বিধি খণ্ড করে,
ধর্ম্ম পক্ষ পলায় ডরে, ধ্বংশ তায় বিচারাচার॥ ১

শাস্ত্র জ্ঞানী যত বল, অর্থ লোভে নাস্তিক্ হল,
ক্রিয়া কর্ম্ম লোপ ফল, প্রবলতা দ্বৈব্যাচার॥ ২

স্থানে স্থানেতে ইস্কুল, নাশে তায় জাতি কুল,
সকলে দেখি ব্যাকুল, অকুলপাথার্ সংসার॥ ৩

ইষ্ট ত্যজিয়ে খ্রীষ্টানী, দ্বেষক কর্ত্তাভিমানী,
অজ্ঞানী কয় ব্রহ্মজ্ঞানী, শ্যামাচরণে উদ্ধার॥ ৪

রাগিণী কালনেংড়া তাল—মধ্যমান।

আমার ঐ ভয়ে ব্যাকুল মন।
কখন আসি গ্রাসিবে দুরন্ত শমন॥

শয়নে স্বপনে থাকি, দেখি প্রলাপ্ কত বাকি,
ত্রাসেতে না মুদি আঁখি, সম্মুখে যেমন॥ ১

সে কালেরে দিতে ফাঁকি, কালী কালী বলে ডাকি,
শুনিয়ে মা শুন নাকি, বিচার কেমন॥ ২

কালী নাম্ মাহাত্ম্য কয়, মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়,
ভক্তের হয় বরাভয়, কৈবল্য গমন॥ ৩

নাহি মা অন্য প্রত্যাশ, শ্যামাচরণ অভিলাষ,
পাদপদ্মে সুধা আশ, ভৃঙ্গ রূপ রমণ। ৪

রাগিণী কানেড়া তাল—আড়াঠেকা।

উদাসী করেছে মোরে সেই সর্ব্বনাশী শ্যামা।
সর্ব্বত্যাগি যার লাগি কোথা সে মোর মনোরমা।

গৃহ স্মশান অরণ্য, সকলি সমতাগণ্য,
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যাগ্ যে জন্য, ভাবি তাঁরে অন্তর্যামা॥ ১

কিবা করি কোথা যাই, কিরূপে দেখিতে পাই,
সে রূপের্ তুলনা নাই, অপরূপা অনুপমা॥ ২

মনেতে হলে উদয়, বিদীর্ণ হয় হৃদয়,
কিসে সে হবে সদয়, একি নিদয়া সে বামা॥ ৩

শ্যামাচরণ্ হেরে ধ্যানে, তুচ্ছ হয় ব্রহ্মজ্ঞানে,
সপ্ত গ্রামেরি সন্ধানে, পাধা নিসা সারি গামা॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল—আড়াঠেকা।

কি রূপ হলো দরশন।
দশ মহাবিদ্যা রূপে দশ দিক আচ্ছাদন॥

কালিকা তারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী রূপসী,
ভৈরবী ছিন্না শিরসী, ধূমা সে ধূম্র বরণ।

বগলা তায় মাতঙ্গিনী, কমলাত্মি রঙ্গিনী,
সুসজ্জিত সুসঙ্গিনী, ঘেরিয়াছে ত্রিভুবন ॥ ১

পুন একি চমৎকার, তারাই দশ অবতার,
কৃষ্ণ রাম রাম আর, মৎস্য কুর্ম্মাদি বামন।
বরাহ নৃসিংহাকার, বুদ্ধ কল্কি সে সংহার,
অপার মহিমা যাঁর, না হয় নিরাকরণ ॥ ২

নয়ন মুদি দৃঢ় মতিই, দেখিসে আশ্চর্য্য জ্যোতিই,
ষট্ চক্র ভেদ গতিই, অদ্ভুত সেই বর্ণন্।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করে, ভেবে মগ্ন গুণাকরে,
নাদ্ বিন্দু কলা পরে, কুণ্ডলি তত্ত্বেরি ধন ॥ ৩

রূপে গুণে না হয় সীমা, কল্পতরু সূক্ষ্মাভীমা,
অষ্ট সিদ্ধাদি অনিমা, অবলীলায় বিতরণ।
নিলে মহামায়াশ্রয়, মায়া মোহ নাহি রয়,
ইন্দ্রিয়াদি রিপুই জয়, ভাবিলে শ্যামাচরণ ॥ ৪

রাগিণী সিন্ধু তাল—যৎ।

আজু ফাগুয়া খেলেতো শ্যামা সুন্দরী।
খেলে শ্যামাসুন্দরী সংমে ত্রিপুরারী ॥

তেত্রিশ্ কোটী দেবদৈত্যাদানারি, চৌষট্টী যোগিনী মারে পিচ্‌কারি।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর সবহুঁঘেরি, রাগ রাগিণী তালে নাচে গায়েরি ॥ ২

চন্দন চুওা আতর আবেরি, কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী দেই সব ডারি ॥ ৩
লাল অলিকুল, গুঞ্জরে না না ফুল,
লাল পল্লবে লাল পীক বরোরি ॥
লালে লাল ভই শ্যামাচরণ অলিরি ॥ ৪

রাগিণী বসন্তবাহার তাল—ঠেকা।

অনর্থ অনিত্য তত্ত্ব ব্যর্থ কিবা স্ববাসনা।
ভাব নিত্য পরমার্থ সত্য শ্যামা শবাসনা ॥

বৃথা চিন্তা পরবশে, মত্ত কুরস বিরসে,
এখন থাকি স্ববশে, কালী বল রে রশনা ॥ ১

কুপথে সদা ভ্রমণ, কুসঙ্গে সদা গমন,
কুরঙ্গে রমণ কি মন, চিন্ত্য কালী বিবসনা ॥ ২

বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন, প্রিয়জন প্রয়োজন,
বৃথা স্বজন্ আয়োজন, নির্জ্জনে সে উপাসনা ॥ ৩

অনিত্য সুখ বৈভব, ভাবনা তায় অসম্ভব,
ভাবিয়ে ভাব সম্ভব, শ্যামাচরণে তোষণা ॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝিঁট তাল—কাওয়ালি।

একি রূপ হইলো উদয়। অপরূপ সুধা কূপ।
স্বরূপ হেরিয়ে মম প্রফুল্ল হৃদয় ॥

যদি হয় পঞ্চানন, তাহে অসাধ্য বর্ণন,
গুণে অগণ্য গণন, কি গুণে সদয় ॥ ১

ভাব সে দেখি অভাব, চঞ্চলা সম স্বভাব,
ভব ভাবিয়ে সে ভাব, ভোলা মৃত্যুঞ্জয় ॥ ২

প্রকৃতি পুরুষাকৃতি, ক্ষণে সে জ্যোতি বিকৃতি,
সকলি সেই বিভূতি, হেরি বিশ্বময় ॥ ৩

সহস্রারে নিত্যস্থান, হৃদপদ্মে বিরাজমান,
আধারেতে অন্তধ্যান, শ্যামাচরণ্ ওই শ্রয় ॥ ৪

রাগিণী বসন্তবাহার তাল—তেওট।

সারং দেহি মে সারদা বরং দেহি গো বরদা।
জ্ঞানং দেহি ত্বং জ্ঞানদা মোক্ষং দেহিও মোক্ষদা ॥

দারিদ্র দুঃখে আচ্ছন্ন, অভাব উদর অন্ন,
দেহ তাহে অবসন্ন, অন্নং দেহিমে অন্নদা ॥ ১

নাহি মা পূর্ব্ব সাধন, ঐহিকে তাহে নির্ধন,
আগত কাল নিধন, ধনং দেহি মে ধনদা ॥ ২

সদা স্থিত পরবশ, উদয় কুরস বিরস,
নাহি হল কীর্ত্তি যশ, যশং দেহি হে যশদা ॥ ৩

দেখি সংসার অকুল, কুসঙ্গে সদা ব্যাকুল,
হীন শ্যামাচরণ কুল, কুলং দেহি ত্বং কুলদা ॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল—একতালা।

কি মন্ত্রণায় এ মন্ত্রণা শ্যামা দেহ এত দিন।
কুলাল চক্রেতে পড়ে ভ্রমিগো মা রাত্র দিন॥

তোমারি মায়ারি বাদ্ধ্য, উত্তীর্ণতে নহে সাধ্য,
তুমি যে পরমারাধ্য, কি জানে গতি বিহীন॥ ১

চরাচর যত জীব, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি শিব,
উপমা অন্য কি দিব, সব ও মায়ার্ অধীন॥ ২

কন্দর্প হানে যে বাণ, অস্থির তাহে অজ্ঞান,
নাহলো সাধন ধ্যান, ভেবে হলো তনু ক্ষীণ॥ ৩

শ্যামাচরণ সংযোগে, অশক্ত মা মনযোগে,
ছায়া বাজির গোলযোগে, হইয়াছি জ্ঞান হীন॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল—একতালা।

বৃথা দিন গেল মুখে কালী বলরে রসনা।
কালীন নাম সুধাপানে বাসনা নাশনা॥

কালী নামে কালে জয়, নাশে সব ভব ভয়,
দেহ হয় সুধাময়, তায় শূন্য কামনা॥ ১

হইলে সে নামে মতি, হরে তায় সব দুর্গতি,
কৈবল্যেতে করে গতি, আর কি ভাবনা॥ ২

মিছা কেন কর্ম্ম ভোগ, সেই সে পরম যোগ,
হলে তায় মন সংযোগ, পায় শবাসনা॥ ৩

বিধির্ বিধি তায় খণ্ডে, অসাধ্য কি এ ব্রহ্মাণ্ডে,
শ্যামাচরণ তত্ত্ব কাণ্ডে, আনন্দে ভাসনা॥ ৪

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল—একতালা।

এমা স্থরেন্দ্র বন্দিনী নগেন্দ্র নন্দিনী যোগেন্দ্র
মোহিনী শ্যামা।
দৈত্যেন্দ্র নাশনে গজেন্দ্র গমনে মৃগেন্দ্র আসনে
কেও বামা॥

বামা দিগ বাসে, অট্ট অট্ট হাসে,
রিপুকুল নাশে; গ্রাসে গ্রাসে একি ভীমা মা॥ ১

মা ভৈ মা ভৈ রবে, নাচিছে ভৈরবে,
ভূত্ প্রেত্ ঐ রবে, দানা দক্ষে দেয় দামামা॥ ২

ষোড়শী বয়সী, ভালে অর্দ্ধ শশী,
করে শির অসি, অভয় বরে বরদা মা॥ ৩

উন্মত্ত আবেশে, এলোকেশে এসে,
নৃমুণ্ড গলদেশে, শ্যামাচরণ মনোরমা॥ ৪

রাগিণী সুরট মল্লার তাল—মধ্যমানঠেকা।

তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ।
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কোন বাবার ধন॥

মাতৃ ধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায় ভাগে এ লিখন॥ ১

পিণ্ড দত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধানে শ্রাদ্ধ সারি, বিশেষ প্রাপ্তি কারণ॥ ২

ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্ম কাল ভিকারি,
কিছু অংশ না দেয় তারি, বক্ষে রেখেছে কৃপণ॥ ৩

পিতায় লাগে পুত্রের শাপ, বুকে খেলে কাল সাপ,
ত্রিরাত্রতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝুটী তাল—আড়াঠেকা।

ডুব সে সুখ সাগরে।
সচ্চিদানন্দময়ী যথা সে বিহরে হরে॥

অনিত্য সংসার সুখে, ইচ্ছ মন নানা দুঃখে,
স্ত্রী পুত্র মায়া কৌতুকে, ত্যজিতে হবে সত্বরে॥ ১

নাহি কোন কুল জাতি, নাহি তথা দিবারাতি,
জ্বলিছে অখণ্ড বাতি, সমভাব অষ্ট প্রহরে॥ ২

মহাশূন্যে সেই স্থান, জ্যোতি তায় বহুবিধান,
জ্ঞান তায় হয় অজ্ঞান, স্থির বায়ুর উপরে ॥ ৩
নাহি চন্দ্র সূর্য্যের গতি, নাহি কন্দর্পের রতি,
শ্যামাচরণের মতি, নিরালম্ব সে নগরে ॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝুটী, তাল—আড়াঠেকা।

পাষাণ নন্দিনী কালী পাষাণ তব হৃদয়।
নতুবা সন্তানে কেবা কোথা হয়েছে নিদয় ॥

শুনি তুমি দয়াময়ী, ত্রৈলোক্য তারিণীতরী,
ও নামেতে কালে জয়ী, নাহি থাকে ভব ভয়।
বুঝিবা কলঙ্ক হয়, নামের মহিমা না রয়,
রিপু না হয় পরাজয়, অকাল কাল উদয় ॥ ১

হইয়ে স্মরণাগত, কষ্ট পেলাম্ নানামত,
আরো বা ভুগিবো কত, এত কি মা প্রাণে শয়।
ত্যজি দারা পুত্র ধন, করিয়ে সর্ব্বস্ব পণ,
আত্মকায় সমর্পণ, তথাপি নহ সদয় ॥ ২

রাগিণী ঝিঁঝুটী তাল—আড়াঠেকা।

একি কাল রূপ হেরি মরি হায়।
দেখি ও কাল স্বরূপ ভোলা বিনমদায় ॥

মন প্রাণ উচাটন, কেমনে পাব সে ধন,
কি বা করিব সাধন, সদা ভাবি সে উপায় ॥ ১

না হেরিলে প্রাণে মরি, বল কেমনে পাসরি,
সদা আমি জ্বরে জরি, সেই বিরহ জ্বালায় ॥ ২

ক্ষণেতে হয় বিকার, করিতে চাই প্রতিকার,
রসায়ন নাহি তার, বল কে মোরে বাঁচায় ॥ ৩

এমন দিন কবে হবে, হৃদয়ে সে স্থির রবে,
শ্যামাচরণ সে সবে, যদি বারেক্ ফিরে চায় ॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝুটী তাল—আড়াঠেকা।

আরে মন কেন কালীপদাম্বুজে মজনা।

পরম তত্ত্ব কালীর নাম, অতুল সুধার ধাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম, ভজনা ভজনা ॥ ১

বিষয় কেতকিনী সঙ্গে, বঞ্চিতেছ নানা রঙ্গে,
জ্বালাতন হলে অঙ্গে, তথাপি কেন ত্যজনা ॥ ২

মায়া কায়া নানা ফুল, মোহ গন্ধেতে ব্যাকুল,
দাবাগ্নিই হবে নির্মূল, বুঝালে কিছু বোঝনা ॥ ৩

গ্রাসিতে আসিছে কাল, জ্ঞানাগ্নি তাহাতে জ্বাল,
ঘুচিবে যত জঞ্জাল, নির্ম্মল সাজে সাজনা ॥ ৪

সেই নিত্য আচরণ, পূর্ণতায় পুরশ্চরণ,
শ্যামাচরণ উচ্চারণ, সেই ভজনা পূজনা ॥ ৫

রাগিণী ঝিঁঝুটী তাল—আড়াঠেকা।

ত্রিপুরেশ্বরী তারা, ত্রিতাপ নাশিনী।
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোকপালিনী ত্বংহি ত্রিপুরা।

তন্ত্রে ত্বং হি তত্ত্ব রূপিণী, তন্ত্রে যন্ত্রে ত্রাণ কারিণী,
তুষ্টা তৃষ্ণা তৃপ্তি দায়িনী, ত্রিকালে ত্বং কাল হরা॥ ১

তার হার ধারিণী তারিণী, তপন তনয় ত্রাসনাশিনী,
তুরিতানন্দ ত্বং তরঙ্গিনী, তুরিয়াতীত পরাৎপরা॥ ২

তপস্বী-জন-তপ-স্বরূপিণী, তীর্থেশ্বরী তীর্থবাসিনী,
তাল রূপিণী তাল ভেদিনী, তুল্যাতুল্যে অতুলাকারা॥ ৩

ত্বং হি তুষার হারে তোষিণী, ত্রিবেণী রূপিণী ত্বং হি ত্রিলোচনী,
তুরিতে শ্যামাচরণ তরণী, তনয়ে দিতে করমা ত্বরা॥ ৪

রাগিণী ঝিঁঝুটী তাল—আড়াঠেকা।

শুনগো শ্যামাসুন্দরী করি এই নিবেদন।
পাদপদ্ম হৃদি পদ্মে অন্তে করোগো অর্পণ॥

আসা যাওয়া কর্ম্ম রোধ, করে নেমা ঋণ শোধ,
দেহ দাসে জ্ঞান বোধ, অবোধ্ প্রবোধ কারণ।

না চাহি সুখ সম্পদে, দৃঢ় ভক্তি চাই শ্রীপদে,
ভুলোনা বিপদাপদে, সর্ব্বদা পাই দরশন॥ ১

আর এই মনে সাধ, নিত্য ভুক্তি ও প্রসাদ,
পেয়ে তত্ত্ব রস স্বাদ, আনন্দে কাল হরণ॥ ৩
ঘুচিবে ভব আতঙ্ক, সুধাময় হবে অঙ্গ,
গাইবে তব প্রসঙ্গ, পূজিবে শ্যামাচরণ॥ ৪

রাগিণী সোহিনী বাহার তাল—একতালা।

জগৎ কর্ত্রী জগদ্ধাত্রী জগজ্জন পালিনী॥
জগৎহর্ত্রী জগৎ ত্রাত্রী জগন্মোহনমোহিনী॥

কিবা ওষ্ঠ অধর বসন চরণ, শোণিত দলিত শোন বরণ,
তরুণ অরুণ লাবণ্য বরণ, সর্ব্বাভরণ ভূষিণী॥ ১
চতুর্ভুজেকি সাজে ধনুর্ব্বাণ, শঙ্খ চক্র তাহে দীপ্তিমান,
ত্রিবলি বলয়া পেত সমান, নাগ যজ্ঞোপবিতিনী॥ ২
পাদপদ্মে ঐ নূপুর ভ্রমরে, রুনু ঝুনু গুণ গুণে সে গুঞ্জরে,
ক্ষীণাকটী কি হৃদিপয়োধরে, দাড়িম্ব দর্প হারিণী॥ ৩
শ্যামাচরণ স্বচ্ছন্দ সাধনে, দেখ এই বামা মৃগেন্দ্র আসনে,
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রাদি আরাধনে, ধ্যায়ে নগেন্দ্র নন্দিনী॥ ৪

রাগিণী রামকেলি তাল—একতালা।

এ মা যোগেশ্বরী যোগেন্দ্রনন্দিনী।
জগদ্ধাত্রী জগদম্বে ওগো জগন্মোহিনী॥

জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোৎস্নারূপিণি, জিতেন্দ্রিয় জনমন মোহিনি,
জন্ম জরা মৃত্যু হারিনী, জয় যামিনী ভামিনী॥ ১

জাহ্নবী যমুনা জলপ্লাবিনী, যশোদা যশ প্রকাশ কারিণী,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞরূপিণী, যাগ যজ্ঞ প্রচারিণী ॥ ২

জয়দাত্রী ত্বং যশোদানন্দিনী, যন্ত্রী যন্ত্র মন্ত্র প্রকাশিনী,
জয় জয় যম যন্ত্রণা নাশিনী, জয় হিমেন্দ্র নন্দিনী ॥ ৩

যমুনা তটে যুগল রূপিণী, জয় জয়ন্তী জয় দায়িনী,
জয় জানকী জনক নন্দিনী, মুক্তি শ্যামাচরণে তারিণী ॥৪

রাগিণী কানেড়া তাল—আড়াঠেকা।

কত দিন পরে মোরে নিস্তারিবে ওগো শিবে।
কৃপা দৃষ্টি করে কি এ ভব অশিবে নাশিবে ॥

কেন দুঃখ দেহ তারা, চিন্তার্ণবে হলেম সারা,
হইয়াছি জ্ঞান হারা, কখন মা কালে গ্রাসিবে

শিব বাক্য আগ্রে ধরা, গুণাতীতা পরাৎপরা,
জন্ম মৃত্যু জরা হরা, এ দাসে কি সন্তোষিবে ॥

দেখে এ ঘোর সঙ্কটে, যদি মা এস নিকটে,
জগতে কলঙ্ক রটে, সপত্নী তব হাসিবে ॥ ৩

শ্যামাচরণ তরী সার, শ্রীগুরু সার কর্ণধার,
ভক্ত হতে পার বার, গঙ্গাসাগরে ভাসিবে ॥ ৪

রাগিণী বেহাগ তাল—আড়াঠেকা।

এমন দিন মোর কবে হবে কালী বলে প্রাণ যাবে।
বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারা নাম শুনাবে॥

অন্তে স্বজ্ঞান গৌরবে, ঘেরে যাবে বন্ধু সবে,
হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেমভাবে॥ ১

গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গানারায়ণ বলে,
শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ত্তনে গুণ গাবে॥ ২

মনেতে হয়ে নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্ম নাম,
প্রাপ্ত হব মুক্তি ধাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে॥ ৩

দেখে কাল পরাজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
সারতত্ত্ব সুধাময়ী, প্রাপ্ত সদ্গুরু প্রভাবে॥ ৪

রাগিণী ললিত তাল—আড়াঠেকা।

ঐ আসিছে প্রাণগৌরী চল হেরি চন্দ্রানন।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী আর গুহ গজানন।

উমা, গিয়াছিল যদবধি, দুঃখের নাহি অবধি,
অশ্রু ধারায় নিরবধি, অন্ধ হয়েছে নয়ন॥ ১

শোভে বস্ত্র অলঙ্কারে, হরে সভার অহংকারে,
রত্ন নূপুর ঝঙ্কারে, সিংহাসনে আরোহণ॥ ২

সঙ্গে আছে নন্দী ভৃঙ্গী, সখীগণ আনুসঙ্গী,
আশ্চর্য্য কি রূপ ভঙ্গী, আনন্দিত ত্রিভুবন ॥ ৩

জামাতায় বলে ভিক্ষারি, শুনি কুবের ভাণ্ডারি,
জগজ্জন আজ্ঞাকারী, সাধনে শ্যামাচরণ ॥ ৪

রাগিণী আলেয়া তাল—আড়াঠেকা।

কি আনন্দ ধ্বনি শুনি প্রফুল্ল হলো অন্তর।
আসিছে মোর প্রাণ গৌরী গিরি হেরিগে চল সত্বর ॥

যত নগর নাগরী, মঙ্গল ধ্বনি উচ্চারি,
কক্ষে কুম্ভপূর্ণ বারি, লয়ে এসে পরস্পর ॥ ১

কদলী তরু স্থাপন, করে পুরবাসী গণ,
পূজা দ্রব্য আয়োজন, করিছে সব নিরন্তর ॥ ২

শূন্যে থাকি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
নৃত্য গীত্ বাদ্য বাদন, করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ৩

গিয়াছিল যদবধি, কাঁদি বসে নিরবধি,
শ্যামাচরণে আরাধি, তুমি তো নিজে প্রস্তর। ৪

রাগিণী আলেয়া তাল—আড়াঠেকা।

আয়্ গো উমা দুঃখ সুখের কথাকব মায়্ঝিয়ে।
এত দিন নিশ্চিন্তি ছিলে পিতামাতায় পাশরিয়ে ॥

আমার যে মনে ব্যথা, কারে কব মর্ম্ম কথা,
কারে বা পাঠাব তথা, নিন্দা শুনি পাঠাইয়ে।

দুঃখে হয়ে অবসন্ন, উদরে নাহি দি অন্ন,
গেছে দুই চক্ষু কর্ণ, পোড়া প্রাণ্ আছে বাঁচিয়ে ॥ ১

যদি তথা কেহ যায়, জামাতা ফিরে না চায়,
ডাকি কিছু না সুধায়, ভাঙ্গে বিভোল হইয়ে।
সঙ্গে থাকে নন্দী ভৃঙ্গী, ভূত প্রেত আদি সঙ্গী,
দেখে তাদের্ ভাব্ ভঙ্গি, পলায়ে এসে ডরিয়ে ॥ ২

সবে কয়্ ভোলা ভিক্ষারী, উদর্ দায়ে সর্ব্বদ্বারী,
জাতি কুল নাহি তারি, বেড়ায় ভিক্ষা মাগিয়ে।
শ্যামাচরণ্ আরাধনে, চিন্তা তোমারি কারণে,
ফেলিয়ে ভব বন্ধনে, ঘুমাতে হয় কি জাগিয়ে ॥ ৩

রাগিণী আলেয়া তাল—আড়াঠেকা।

কর মঙ্গলাচরণ।
আইল সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল কারণ ॥

এস সব কুলবালা, গাঁথ নানা পুষ্পমালা,
সাজাইয়ে বরণ ডালা, উমারে কর বরণ।
সংবৎসরের পরে, এল মোর উমা ঘরে,
দেখ এসে পরস্পরে, হবে দুঃখ নিবারণ ॥ ১

কক্ষে কুম্ভ পূর্ণ বারি, লয়ে চল সারি সারি,
ধারা যুক্ত কর বারি, উলুধ্বনি উচ্চারণ।
কন্যা পুত্র চারিজন, সঙ্গে দাস দাসীগণ,
সবাহনে আরোহণ, উপস্থিত বিবরণ। ২

যত সব পুরবাসী, আমার উমার অভিলাষী,
আন নানা দ্রব্য রাশি, করিবারে সম্বরণ ॥
পায়স পিষ্টকাদি শাক, অন্ন ব্যঞ্জন কর পাক,
মিষ্টান্নাদি মিষ্ট বাক, সহ বস্ত্র বিতরণ ॥ ৩

দ্রব্যাদি করি সংযোগ, দেহ কেহ নানা ভোগ,
এ সব সুখ সম্ভোগ, উমারি কারণ !
বেদ মন্ত্রে পুরোহিত, করহে পূজা বিহিত,
চণ্ডীপাঠ নৃত্য গীত, অর্চ্চিতে শ্যামাচরণ ॥ ৪

রাগিণী কানাড়া তাল—আড়াঠেকা।

কি দুঃখ সাগরে ফেলে গিয়াছিলে এতদিন।
তোমার দুঃখের কথা ভেবে মোর তনু ক্ষীণ ॥

দিবা নিশি চক্ষে ধারা, অন্ধ তাহে নয়নতারা,
সদা ডাকি তারা তারা, চাতকী জল বিহীন ॥ ১

তুমি মা সাধের কন্যে, কত কষ্ট তোমার জন্যে,
সে দুঃখ কি জানে অন্যে, হরে পূজি রাত্র দিন ॥ ২

পিতা তোর সে পাষাণ, অঙ্গে তার নাহি সান,
জামাতা ভোলা ঈশান, আমি পাষাণী প্রাচীন ॥ ৩

নাহি পাই তত্ত্ব তত্ত্বে, নাহি বার্ত্তা পত্রাপত্রে,
কি দুখ মা এসে মর্ত্ত্যে, শ্যামাচরণ জ্ঞান হীন ॥ ৪

রাগিণী ললিত তাল—আড়াঠেকা।

কেমন করি ছিলে উমা মায়েরি পাশরি।
ভিক্ষারি জামাতার ঘরে কত দুঃখ মরি মরি॥

শুনিয়ে মা তোর দুঃখ, বিদীর্ণ হয় যে বুক,
অন্ন বস্ত্রের অসুখ, কি সুখে ছিলে কি করি॥ ১

ভাঙ্গড় সেই পঞ্চানন, অঙ্গে তার ভস্ম ভূষণ,
অস্থি মাল্য অভরণ, যজ্ঞসূত্র ফণী ধরি॥ ২

ভিক্ষা মাগি যাহা পায়, থাকুক অন্যের দায়,
সে উদরে না কুলায়, কন্যা পুত্র চারি তোরি॥ ৩

শ্যামাচরণ করি সার, এক ভাবিতে হয় আর,
কে তত্ত্ব করে তোমার, পিতা গিরি মা প্রস্তরী॥ ৪

রাগিণী আলেয়া তাল—আড়াঠেকা

আহা মরি কিবা হেরি উমারি রূপ মাধুরী।
জ্ঞান হেন ব্রহ্মময়ী, উজ্জল করেছে পুরী॥

পদ দ্বয়ে রক্ত জবা, আহা মরি কিবা শোভা,
উরু রাম রম্ভা কিবা, কটিতে লাজে কেশরী।
বাম্ পদ মহিষাসুরে, দক্ষিণ পদ সিংহপরে,
রত্ন নূপুর ভ্রমরে, ধ্বনি করে কি মাধুরী॥ ১

ত্রিশূল চক্র কৃপাণ, সব্যকরে শক্তি বাণ,
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টামাণ, খেটক্‌চাপ্ বামে ধরি।

অসুরের কেশ ধরি, নাগপাশে বদ্ধ করি,
শূলাঘাত তৎ হৃদি পরি, নাশে প্রাণ তায় কেশরি ॥ ২

ভালে শোভে অর্দ্ধ ইন্দু, তাহে সিন্দুরের বিন্দু,
মুখ শশী সুধা সিন্ধু, ত্রিনেত্র জিনি চকোরী,
একে যোড়শী বয়েসে, তাহে শোভে এলোকেশে,
নানালঙ্কার্ ভূষা বেশে, সুশোভিত পিতাম্বরী ॥ ৩

লক্ষ্মী আর গণপতি, কার্ত্তিকেয় সরস্বতী,
সব্য বামে শোভে অতি, সবাহনে স্থিতি করি।
শিবের্ ব্রষভারোহণ, মনোহর দরশন,
পোজরে শ্যামাচরণ, প্রসন্না মা ক্ষেমঙ্করী ॥ ৪

রাগিণী বিভাস তাল—আড়াঠেকা।

এ কন্যে নহে সামান্য শুনগো মেনকা রাণী।
ভবের কাণ্ডারী ভব সে ভাবে এই ভবানী ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি শিব, দেব চরাচর জীব,
শক্তিতে সব উদ্ভব, বেদ বিধি আদি বাণী।
সর্ব্বাধারে ব্যক্ত সেই, পরং ব্রহ্ম শক্তি সেই,
বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে এই, অবতীর্ণা মা সর্ব্বাণী ॥ ১

রূপ হেরি জ্ঞান হয়, কোটি চন্দ্র সূর্য্যোদয়,
যোগে দেখি জ্যোতির্ম্ময়, যে জ্ঞানেতে ব্রহ্মজ্ঞানী।
গুণেতে ত্রিগুণাতীত, কে আছে উমা ব্যতীত,
সদা চঞ্চল মতিতো, কি বলিবো কিবা জানি ॥ ২

গুরু পন্থা সুসন্ধানে, পূজা জপ তপ ধ্যানে,
আরাধিয়ে ব্রহ্ম জ্ঞানে, তাহে হয় দৈব বাণী।
ভক্তিভাবে মহামায়া, ধরিয়ে আশ্চর্য্য কায়া,
কন্যা হয়ে ভব জায়া, উদ্ধারে যতেক প্রাণী ॥ ৩

এসেছে সে কন্যা ঘরে, রাষ্ট নগরে নগরে,
আনন্দিত পরস্পরে, সে মা আমার অভিমানী
বৃথা এই ধন জন, সর্ব্বস্ব করিয়ে পণ,
পূজ হে শ্যামাচরণ, গন্ধ পুষ্প দেহ আনি ॥ ৪

রাগিণী বেহাগ তাল—আড়াঠেকা।

জাননা মেনকা রাণী উমা সে নহে সামান্যে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরা রাধ্যে হন ত্রিজগত মান্যে ॥

মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, জামাতা সে বিশ্বময়,
বেদে ব্রহ্ম সুনিশ্চয়, ব্রহ্মময়ী সেই কন্যে।
আমাদের তপস্যা বলে, জন্মে মাতা কন্যা ছলে,
জামাতা শিব্ ভাগ্য ফলে, হয়েছে কন্যার জন্যে ॥ ১

আশুতোষ দয়া ময়, গুরু রূপ করে আশ্রয়,
জীব যত নিস্তারয়, ভ্রমি এ সংসারারণ্যে।
তার ধনের নাহি সীমা, অসীমা গুণ বর্ণীমা,
উমা সে নহে প্রতিমা, মুক্তিরূপা সে শরণ্যে ॥ ২

সবে দিতে জ্ঞান যোগ, নাশিবারে ভব রোগ,
হরিতে এ কর্ম্ম ভোগ, নির্গুণ স্বগুণ প্রমাণ্যে,

ভক্তে দিয়ে স্বীয় ধন, ফণীহাড় মাল্য ভূষণ,
ভস্মাদি অঙ্গে লেপন, অন্নদা দরিদ্রাগণ্যে ॥ ৩

ব্রহ্ম সে চনকাকৃতি, দ্বিধা পুরুষ প্রকৃতি,
আবরণ শক্তিতে স্থিতি, ত্রি শক্তি সেই ধন্যে।
শ্রীশিব শ্যামাচরণ, বহু আরাধনের ধন,
শক্তি সে মুক্তি কারণ, এ কথাকি জানে অন্যে ॥ ৪

রাগিণী ললিত তাল—আড়াঠেকা।

কি শুনি হে গিরিবর জামাতা মোর পঞ্চানন।
কাশীতে রাজরাজেশ্বর পেয়েছে রাজ সিংহাসন ॥

শুনি তায় মঙ্গল বাণী, উমা আমার মহারাণী,
অন্নপূর্ণা সে ভবানী, অন্ন করে বিতরণ ॥ ১

শোভে স্বর্ণময় পুরী, নাচে অপ্সরী কিন্নরী,
গিয়ে সব সুর সুরী, পূজে উভয়ের চরণ ॥ ২

গজ বাজি দ্বারি দ্বারে, দয়া শ্রদ্ধা সবাকারে,
সাজায়েছে উমা মারে, দিয়ে নানা অভরণ ॥ ৩

স্মরণে শ্যামাচরণ, গিয়া আনন্দ কানুন,
জেনে এস বিবরণ, তবে স্থির হবে মন ॥ ৪

রাগিণী বাহার তাল—ঢিমা তেতলা ।

ধর্ম্ম সভার কি বাহার চমৎকার ।
হেরিয়ে হরিল সবার মনের বিকার ॥

সুসভ্য সকল জাতি, তত্ত্ব রসে সবে মাতি,
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম পাতি; করে সুপাঠ প্রচার ।
উজ্জ্বল জ্ঞানের বাতি. দীপ্তমান বিদ্যাভাতি,
উপাসনায় দিবারাতি, নাশে অজ্ঞান্ অন্ধকার ॥ ১

সভ্যগণের বর্ণীমা, দয়া শ্রদ্ধা না হয় সীমা,
উদয় ভক্তি পূর্ণিমা, মন চন্দ্র নির্ব্বিকার ।
ধার্ম্মিক উদ্ধার হেতু, ধর্ম্ম সভা ভব সেতু,
পাপকলি রাহু কেতু, নাহি তাদের অধিকার ॥ ২

বিপক্ষের দলবল, বিচারে হল দুর্ব্বল,
ধর্ম্মের বল প্রবল, স্থির সাধন সাকার ॥
আনন্দেরি কোলাহল, গেল সব অমঙ্গল,
মানব জন্ম সফল, নিত্য ধর্ম্ম সংস্কার ॥ ৩

দরিদ্র দ্বিজ পণ্ডিত, উপস্থিতে পুলকিত,
দাতব্য অপরিমিত, মনোনীত সবাকার ।
তত্ত্ব সার্ সুধার্নন্দিত, সদা চিন্তা পরহিত,
শ্যামাচরণে সম্প্রীত, সাধনা পঞ্চ প্রকার ॥ ৪

সম্পূর্ণ ।